ছেলেদের সেক্সপিয়র

চার্লস্ ও মেরীল্যাম্ব

লিখিত গল্প হইতে

শ্রীদক্ষিণাচরণ রায়

("স্বর্ণলতা," "কৃষ্ণকান্তের উইল," প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদক)

ও

শ্রীশচীন্দ্র নাথ রায়।

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কমল বুক ডিপো

১৯৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক :—
শ্রীশচীন্দ্রলাল মিত্র,
১৯৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—শ্রীবলাই চন্দ্র দাস
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস,
১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা

অভিমত।

"ছেলেদের সেক্সপিয়র" পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। গল্প গুলি অতি সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। বিবরণ সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু প্রধান ঘটনা ও চরিত্র সকল স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত। পুস্তকখানি বালক বালিকাদিগের চিত্ত-রঞ্জন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাকবি সেক্সপিয়রের সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া লেখকদ্বয় যেমন নিজে-দের গুণপনা দেখাইয়াছেন তেমনই বিদ্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ,
হেড্ মাষ্টার, মেট্রোপলিটন
ইন্‌ষ্টিটিউসন্।

২৯শে অক্টোবর, ১৯১৮

"স্বর্ণলতা", "কৃষ্ণকান্তের" উইল প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের খ্যাতনামা ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ রায় ও তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের লেখনী প্রসূত "ছেলেদের সেক্সপিয়র" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। এই পুস্তকে জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ কবি সেক্স-পিয়র প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের সার সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভাষা এত সরল যে ছেলেদের বিশেষ উপযোগী হইবে। আমরা ভিন্ন ভাষায় দুরূহ গ্রন্থের এরূপ সুন্দর ও সরল অনুবাদ কখনও দেখি নাই। বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণ ইহা অনায়াসে আরম্ভ করিয়া মহাকবির ভাব গ্রহণ করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে লেখকদ্বয়ের যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। দক্ষিণাবাবু এতদিন ইংরাজি অনুবাদে যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, এখন মাতৃ ভাষার সেবায় তাদৃশ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ

নাই। এতদ্ভিন্ন আমরা নবীন লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়কে উৎসাহ প্রদান করি। আশা করি, তিনিও পিতার ন্যায় যশোলাভ করিবেন। এই গ্রন্থের প্রতি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।—

২৫শে অক্টোবর, ১৯১৮। শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।
(সর্ব্ববেদান্তসার, উপদেশ সহস্রী
প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদক)

শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ রায় প্রণীত "ছেলেদের সেক্স্‌পিয়র" পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। লেখা বেশ হইয়াছে। ছেলেরা বইখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্প বয়সে মহাকবি সেক্স-পিয়রের পরিচয়লাভ বিদেশীয়গণের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। দক্ষিণা বাবু আমাদের ছেলেদিগকে সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবার সুযোগ দিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করি দেশের ছেলে মেয়েরা এ সুযোগ ত্যাগ করিবে না।

শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু, এম্, এ,
৩১শে নভেম্বর, ১৯১৮। স্কটিস চার্চ্চ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক।

"স্বর্ণলতা" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতির বিখ্যাত ইংরাজি অনুবাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ রায় ও তদীয় পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ রায়ের "ছেলেদের সেক্সপিয়র" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। মহাকবি সেক্সপিয়রের নাটকগুলির মর্ম্মানুবাদ ইংরাজি "Lamb's Tales"এর অনুকরণে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে। দক্ষিণাবাবু ইংরাজি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত, এবার মাতৃভাষার সেবা করিয়া ধন্য হউন ইহা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা

করি। আশা করি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ পুস্তকখানি পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করিয়া ইঁহাকে প্রোৎসাহিত করিবেন।

শ্রীমাধব দাস চক্রবর্ত্তী, সাংখ্যতীর্থ; এম্, এ,

২৮শে অক্টোবর, ১৯১৮। বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

আমি "ছেলেদের সেক্সপিয়র" নামক পুস্তকের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহা ইংরাজি ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। অনুবাদের প্রণালী অতি সুন্দর ও ভাষা সরল। ইংরাজি ভাষা হইতে এইরূপ সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে বলিয়া সুকুমারমতি বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য ও শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভাষা জটিল হইলেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে; দুর্ব্বোধ হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। সেই জন্যই লেখকদ্বয় সম্পূর্ণ যত্ন সহকারে জটীলতা ও দুর্ব্বোধতার দূরীকরণ করিয়া গ্রন্থখানিকে সুবোধ ও সর্ব্বগুণসমন্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থখানি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইলেই, মহোপকার সাধন করিবে।

শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায়,

৪শে অক্টোবর, ১৯১৮। হেড্ পণ্ডিত, মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসন্—
বড়বাজার ব্রাঞ্চ।

আমি শ্রীদক্ষিণাচরণ রায় ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "ছেলেদের সেক্সপিয়র" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি Lamb's Tales-এর কয়েকটী গল্পের সরল অনুবাদ; ভাষা সহজ ও সুন্দর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তকখানি সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

৩রা নভেম্বর, ১৯১৮ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার, এম্, এ,
হেড্‌মাষ্টার, ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারী।

অনুবাদ কার্য্যে দক্ষিণাবাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কল্পলতার সুন্দর অনুবাদ কোন্ বালক বা যুবক না পড়িয়াছে? সাহেবরাও উক্ত পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ সাগ্রহে পড়িয়া থাকেন ও ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি দুরূহ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ—কৃষ্ণকান্তের উইল, অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানিও অতি উপাদেয় হইয়াছে। সকল বালক ও যুবকের ইহা পাঠ করা উচিত। সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠার্থ দক্ষিণাবাবু 'ল্যাম্ব' লিখিত সেক্সপিয়রের গল্পগুলিও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত হইলাম। বিশ্বকবির গল্পগুলি বালকেরা সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া ইংরাজিতে পড়িতে আরম্ভ করে। যাহারা অতদূর অগ্রসর হয় না তাহারা জীবনে কখনই ঐ সকল গল্প পড়িবার সুযোগ পায় না। বালিকাদিগের ত কথাই নাই। তা ছাড়া, গল্পগুলি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় পড়িয়া তৎপরে ইংরাজিতে পড়িলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, শুধু ইংরাজিতে পড়িলে তেমন হয় না। দক্ষিণাবাবুর এই পুস্তিকা খানিতে অনুবাদের গন্ধ নাই বলিলেও হয়। এই গল্পগুলি বালিকারা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে অনায়াসে পড়িতে পারে। দক্ষিণাবাবু সমুদায় গল্পগুলি অনুবাদ করিতেছেন না, ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে যেগুলি পাঠোপ-যোগী সেই গুলিরই অনুবাদ করিতেছেন। আশা করি এ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ,

২রা নভেম্বর, ১৯১৮। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেড্ মাষ্টার।

জগদ্বিখ্যাত মহাকবি সেক্সপিয়র।

ছেলেদের সেক্সপিয়র।

ঝড়।

এক দ্বীপে প্রস্পেরো নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম মিরাণ্ডা। অতি শৈশবকালে সে তাহার পিতার সহিত ঐ দ্বীপে আসিয়াছিল। দ্বীপটিতে জনমানব ছিল না, তাই তাহার পিতা ব্যতীত সে কখনও অন্য মানুষের মুখ দেখে নাই। সেখানে তাহারা পাহাড়ের এক গুহায় বাস করিত। প্রস্পেরো সারাদিন যাদুবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠেই অতিবাহিত করিতেন। যে দ্বীপে তাঁহারা আসিয়াছিলেন সেটি প্রকৃত দ্বীপ নয়। সাইকোরক্স নামে এক ডাইনী যাদুমন্ত্রে উহা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ডাইনী অনেকগুলি নিরপরাধ ভূতকে মন্ত্রের দ্বারা গাছের গুঁড়ির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। প্রস্পেরো আসিয়া, মন্ত্রবলে উহাদের মুক্ত করিয়া দেন। সেই অবধি উহারা তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিল। ভূত হইলেও তাহারা কাহারও অনিষ্ট করিত না। উহাদের মধ্যে যে প্রধান, তাহার নাম এরিএল।

ঐ দ্বীপে ভূতেরা সহচর-বিহীন প্রস্‌পেরোর একমাত্র সহায় হইয়াছিল। তাহাদের সাহায্যে ও আপন মন্ত্রবলে তিনি বায়ু ও সমুদ্রের উপরও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে সমুদ্রে ভয়ানক ঝড়-তুফান উঠিল। প্রস্‌পেরো তখন তাঁহার কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঐ যে দূরে একখানি জাহাজ দেখিতেছ, উহার ভিতরে আমাদের মত অনেক লোক আছে।" মেয়েটি সমুদ্রে সেই ভয়ানক তরঙ্গ দেখিয়া সভয়ে বলিল, "বাবা, এ ভয়ানক ঝড় কেন উঠিল, তুমি অবশ্যই তাহা জান। যেমন করিয়া হউক, তোমাকে ইহাদের প্রাণরক্ষার উপায় করিতে হইবে। সমুদ্র যে রকম তোলপাড় করিতেছে, তাহাতে জাহাজ এখনই ডুবিয়া যাইবে এবং সকলেই মরিয়া যাইবে। তুমি ইহাদের বাঁচাও বাবা, বাঁচাও!"

প্রস্‌পেরো বলিল, "ভয় কি মা! ভয় নাই। যাহাতে একটি প্রাণীরও কোনও ক্ষতি না হয়, সে ব্যবস্থা আমি আগেই করিয়া রাখিয়াছি। মা! এ আমারই কাজ; তোমার জন্যই আমার এ কার্য্য করা। তুমি জান না তুমি কে; কেনই বা এই জনশূন্য দ্বীপে আমার সহিত গুহায় বাস করিতেছ। এখানে আসিবার পূর্ব্বের কথা কি তোমার মনে আছে? না থাকিবারই কথা, কারণ তখন তুমি মাত্র তিন বৎসরের শিশু।"

মিরাণ্ডা বলিল, "হাঁ, মনে আছে বৈকি।"

হাসিয়া প্রস্‌পেরো বলিলেন—"মনে আছে! কি মনে আছে বল দেখি?"

মিরাণ্ডা বলিল—"আমার স্বপ্নের মত যেন মনে হয়, যে এক সময়ে আমার চার পাঁচ জন দাসী ছিল।"

প্রস্‌পেরো বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "হাঁ, আরও বেশী ছিল। তোমার ত মনে আছে! আচ্ছা, কি করিয়া এখানে আসিলে, বলিতে পার?"

মিরাণ্ডা বলিল— "না, আর কিছু মনে পড়ে না।"

প্রস্‌পেরো বলিলেন—"তবে আজ আমিই তোমায় বলিব—শোন। বার বৎসর পূর্ব্বে আমি মেলন্ নগরের রাজা ছিলাম; তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আমার একটি ভাই ছিল, তাহার নাম এন্‌টনিও। আমার রাজ্যের সকল ভার সেই ভ্রাতার উপর ন্যস্ত করিয়া এবং তাহাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আর আমি সারাদিন, নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম। এইরূপে কিছুদিন যায়। পরে একদিন এন্‌টনিও আমার রাজ্য আপনি হস্তগত করিবার মতলব করিল। অল্পদিন মধ্যেই তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল; সে আমার পরম শত্রু নেপল্‌স্ রাজ্যের রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহার সাহায্যে আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হইল।"

মিরাণ্ডা বলিল, "বাবা, তাহারা সে সময় আমাদের প্রাণেও ত মারিতে পারিত ?"

পিতা বলিলেন—"সে চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু কার্য্যে তাহা সফল হয় নাই। আমার প্রজারা আমায় যথেষ্ট ভালবাসিত। এন্‌টনিও গোপনে একদিন আমাদিগকে একখানি জাহাজে উঠাইল এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে আনিয়া, ক্ষুদ্র একখানি নৌকায় নামাইয়া দিয়া, সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। নৌকায় খাদ্য সামগ্রী বা প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই দেয় নাই। ভাবিয়াছিল, আমরা অসহায় অবস্থায় অনাহারে মরিয়া যাইব। কিন্তু আমার এক শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রী গোপনে আমার নৌকায় কিয়ৎ-পরিমাণ খাদ্য, পানীয়, বস্ত্রাদি এবং আমার কতকগুলি অমূল্য পুস্তক দিয়াছিল।"

মিরাণ্ডা বলিল—"বাবা, আমায় লইয়া তখন বোধ হয় তুমি বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলে ?"

প্রস্‌পেরো বলিলেন—"তোমায় লইয়া আবার মুস্কিল কি মা। বরং তোমার প্রাণ-জুড়ান হাসিমুখ দেখিয়া, বিপদের মাঝেও আমি শান্তি পাইয়াছিলাম।"

মিরাণ্ডা বলিল—"বাবা তোমার স্নেহ ও যত্নে আমি আজ পর্য্যন্ত কোন কষ্টই জানিতে পারি নাই। এখন বল বাবা, এ ঝড়-তুফানের কারণ কি।"

পিতা বলিলেন, "শুনিবে? তবে শোন। এই ঝড় তুলিয়া আমি আমার দুই শত্রু, নেপল্‌স্‌রাজ ও আমার সেই পাষণ্ড ভ্রাতাকে এই দ্বীপে আনিতেছি।"

এই কথা বলিয়া প্রস্‌পেরো তাঁহার যাদুযষ্টির দ্বারা কন্যাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে প্রধান ভূত এরিএল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। প্রস্‌পেরো এরিএল্‌কে বলিলেন—"কেমন, আমার আদেশমত সকল কাজ করিয়াছ?"

এরিএল্ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ। ভয়ানক তুফান দেখিয়া জাহাজের সকল লোক ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজপুত্র ফাডিনণ্ড সমুদ্রে পতিত হইল। রাজা ভাবিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নিশ্চয়ই ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে ডুবে নাই; সে এই দ্বীপের এক স্থানে বসিয়া তাহার পিতার জন্য কাঁদিতেছে।"

প্রস্‌পেরো বলিলেন, "ভাল; এখন তাহাকে এখানে লইয়া আইস, মিরাণ্ডা তাহাকে দেখিবে। আর রাজা ও আমার ভাই কোথায়?"

এরিএল্ বলিল, "তাঁহারা রাজপুত্রকে খুঁজিতেছেন, দেখিয়া আসিয়াছি। জাহাজের একটি প্রাণীও মরে নাই, কিন্তু কেহ কাহারও খবর জানে না। আমি জাহাজখানা বন্দরে অদৃশ্য-

ভাবে রাখিয়াছি, তাই সকলেই পরস্পর মনে করিতেছে যে, সে ব্যতীত আর সকলেই ডুবিয়া মরিয়াছে।”

প্রস্‌পেরো সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তুমি সবই ঠিক ঠিক করিয়াছ, তবে এখনও একটি কাজ বাকী আছে।”

এরিএল বলিল—“আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার একটিও ভুলি নাই, সবই করিয়াছি। আপনি কিন্তু আমাকে যে মুক্তি দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা যেন ভুলিবেন না। আপনি যখন যে আদেশ করিয়াছেন দ্বিরুক্তি না করিয়াই তাহা পালন করিয়াছি, কখনও আলস্য বা অবহেলা করি নাই। আর কত দিনে আমায় মুক্তি দিবেন ?”

প্রস্‌পেরো কহিলেন, “আর আমি তোমার কি করিয়াছি, মনে কর দেখি ? ডাইনী সাইকোরক্সের কথা কি তোমার মনে নাই ? সে তোমায় একটা গাছের গুঁড়িতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। তুমি অসহায় হইয়া কাঁদিতেছিলে ; আমি না দেখিলে তোমায় কে উদ্ধার করিত ?”

এরিএল্ নতশিরে বলিল—“প্রভু, ক্ষমা করুন। আমি অকৃতজ্ঞ নহি। এখন আমায় কি করিতে হইবে বলুন।”

প্রস্‌পেরো তাহাকে কয়েকটি কাজের আদেশ দিয়া বলিলেন, “যাও, এই গুলি করিয়া আইস, তাহা হইলেই আমি তোমায় মুক্তি দিব।”

এরিএল্ চলিয়া গেল। সে প্রথমে ফার্ডিনণ্ডের নিকট গিয়া বলিল, "রাজপুত্র! আমার প্রভুকন্যা মিরাণ্ডা তোমায় দেখিতে চান। তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমায় তথায় লইয়া যাইব।"

ফার্ডিনণ্ড এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল, সহসা এরিএলের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এরিএল্ অদৃশ্য থাকিয়া বলিল, "আমায় দেখিতে পাইবে না। আমি গান গাই, তুমি সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আইস।"

রাজপুত্র অগত্যা তাহাই করিল। প্রস্পেরো মিরাণ্ডার সহিত একটা গাছের তলায় বসিয়াছিলেন। দূর হইতে রাজপুত্রকে দেখিয়া তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন —"ও কি দেখিতেছ, বল দেখি?"

মিরাণ্ডা তাহার পিতা ব্যতীত অন্য মানুষ কখনও দেখে নাই। তাঁহার নিকট ভূত প্রেতের কথা অনেকবার শুনিয়াছিল, তাই সে বলিল, "বাবা, তুমি যে ভূতের কথা বলিতে একি সেই— ভূত? ভূতের ত বেশ সুন্দর চেহারা?"

তাহার পিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না মা, এ ভূত নয়। তোমার আমার মত এ-ও খায়, ঘুমায়, সকলই করে। এ মানুষ—যুবক। এ সেই জাহাজে ছিল। এখন উহার পিতা

ও অপরাপর সঙ্গিগণকে হারাইয়া তাহাদিগকে খুঁজিতেছে।”

মিরাণ্ডা মনে করিত যে, সকল মানুষেরই মুখ বুঝি তাহার বাপের মত বিষাদ-গম্ভীর এবং পক্কশ্মশ্রু বিশিষ্ট। এখন এই সুচারু-বদন নবীন রাজপুত্রকে দেখিয়া তাহার অনন্দের সীমা রহিল না। রাজপুত্রও এই জনশূন্য প্রদেশে রূপবতী মিরাণ্ডাকে দেখিয়া মনে করিল যে, সে কোন মায়াদ্বীপে আসিয়াছে, এবং মিরাণ্ডা হয়ত এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই ভাবিয়া সে মিরাণ্ডাকে “দেবী” বলিয়া সম্বোধন করিল এবং সসম্ভ্রমে তাহাকে নমস্কার করিল।

মিরাণ্ডা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, “আমি দেবী নহি, সামান্য বালিকা।” তাহার পরিচয় সম্বন্ধে সে দুই এক কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রস্‌পেরো তাহাকে নিষেধ করিলেন। প্রস্‌পেরো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহারা উভয়েই পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, একবার দেখিয়া উভয়েই উভয়কে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু উহাদের প্রণয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন, “অহে যুবক, কিজন্য তুমি আমার দ্বীপে আসিয়াছ? মনে হয় তুমি কোন গুপ্তচর, আমার এই দ্বীপ হস্তগত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছ। আমার সঙ্গে এস,—তুমি আমার বন্দী।”

রাজপুত্র নির্ভয়ে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিল, “হাতে

অস্ত্র থাকিতে আমি সহজে বন্দী হইব না।” প্রস্পেরো হাসিয়া তাঁহার ভোজ-বিত্তার যষ্ঠি উঠাইলেন। তখন রাজপুত্র যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা-ও নড়িতে পারিল না।

মিরাণ্ডা বলিল, “বাবা, তুমি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ। এ ব্যক্তি নিরপরাধ। মুখ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় উহার কোনও দুরভিসন্ধি নাই।”

তাহার পিতা বলিলেন, “তুমি চুপ কর। তুমি ত আমি ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ এই প্রথম দেখিতেছ। মানুষের ভাল মন্দ লক্ষণ তুমি কি জান? আর ও ব্যক্তি ভাল কি মন্দ কেমন করিয়াই বা বুঝিলে? পুরুষ সুন্দর হইলেই ভাল লোক হয় না। ইহার চেয়েও অনেক সুপুরুষ আছে।”

মিরাণ্ডা সবিনয়ে বলিল, “তা হউক বাবা, তুমি ইহাকে কিছু বলিও না।”

প্রস্পেরো তাঁহার কন্যার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যুবককে বলিলেন, “আমার সঙ্গে এস, আমাকে মারা তোমার সাধ্য নয়।”

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ যন্ত্রী চালিত যন্ত্রের মত তাঁহার অনুসরণ করিল—প্রস্পেরোর সকল আদেশ কেন পালন করিতেছে তাহা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। সে ত জানে না যে

এ যাদুকরের যাদুবিদ্যার গুণ! যাইবার সময় বার বার পিছন ফিরিয়া সে মিরাণ্ডাকে দেখিতে লাগিল। তারপর প্রস্‌পেরোর সঙ্গে গুহায় প্রবেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায়! বিনা দোষে আজ এ লোকটা আমায় বন্দী করিল। যাহা হউক যদি আমি এই সরলা সুন্দরী বালিকাকে দিনান্তে একটিবার দেখিতে পাই, তাহা হইলেও আমার এই বন্দী জীবন এক প্রকার সুখে কাটিবে।"

প্রস্‌পেরো রাজপুত্রকে অধিকক্ষণ গুহায় আটক রাখেন নাই। একটু পরেই তাহাকে বাহিরে আনিয়া কতকগুলি বহুভার গুঁড়িকাষ্ঠ একত্র স্তূপ দিতে আদেশ করিলেন। তারপর মেয়েকে সেই আদেশের কথা শুনাইয়া আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। রাজার ছেলে, শ্রমের কাজ কখনও করে নাই, তাই সে শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া মিরাণ্ডা বলিল, "তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি এইবার একটু বিশ্রাম কর। বাবা তাঁহার ঘরে বসিয়া পড়িতেছেন, এখন দুই তিন ঘণ্টা বাহির হইবেন না। তুমি একটু বোস।"

ফার্ডিনণ্ড বলিল—"বলিতেছ বটে, কিন্তু আমার কাজ শেষ না করিয়া বসিতে সাহস হয় না।"

মিরাণ্ডা বলিল—"তুমি যতক্ষণ বসিবে ততক্ষণ না হয় আমি তোমার কাজ করি।"

যুবক ইহাতে কোন মতেই সম্মত হইল না। কিন্তু সে সত্বর কাজ সারিবে কি, মিরাণ্ডার সহিত নানা কথায় বরং তাহার কার্য্যের ব্যাঘাতই হইতে লাগিল।

প্রস্‌পেরো এতক্ষণ তাঁহার পড়িবার ঘরে ছিলেন না। মন্ত্র বলে অদৃশ্য হইয়া তিনি তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন।

রাজপুত্র মিরাণ্ডাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। মিরাণ্ডা নাম বলিয়া বলিল—"বাবা আমাকে বলিতে মানা করিয়া দিয়াছেন, তথাপি আমি তোমাকে বলিলাম।"

প্রস্‌পেরো হাসিলেন। তিনিই ভোজ বিদ্যার বলে তাঁহার কন্যার হৃদয়ে যুবকের প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, তাই কন্যার উপর রাগ করিলেন না।

কথায় কথায় ফার্ডিনণ্ড মিরাণ্ডাকে বলিল, সে এই কয় ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে যত ভালবাসিয়াছে তাহার সারা জীবনে সে আর কাহাকেও কখন তত ভালবাসে নাই।

মিরাণ্ডা উত্তর করিল—"আমি ভালবাসা কি তাহা জানি না; তবে বলিতে পারি যে তোমাকে দেখিলে আমার যেরূপ আনন্দ হয় এমন আনন্দ আর কখনও হয় নাই। আমি আর কিছু বলিতে পারিব না; যাহা বলিয়াছি তাহাতে বাবার নিষেধ আমি অমান্য করিয়াছি।"

প্রস্পেরো আবার হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি ত ইহাই চাই! আমার মেয়ে নেপল্‌সের রাণী হইবে।"

আনন্দে রাজপুত্র তখন আপনার পরিচয় দিয়া বলিল, "আমি রাজপুত্র; আমার পিতা নেপল্‌সের রাজা। তুমি আমায় বিবাহ করিলে আমরা দুই জনে খুব সুখে থাকিব।"

মিরাণ্ডা বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? তুমি যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই আমায় বিবাহ করিতে পার।"

এই সময় প্রস্পেরো তাহাদের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মিরাণ্ডা, আমি তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি। ভয় নাই—তোমরা যাহা চাও তাহা পাইবে।" তারপর রাজপুত্রকে বলিলেন, "ফার্ডিনণ্ড! বন্দী করিয়া তোমায় আমি যেমন দুঃখ দিয়াছি, আমার কন্যাকে দিয়া তোমায় তেমনি সুখী করিব। তোমাকে আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম, তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার মেয়ে রূপে গুণে তোমার অনুরূপা। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও। দেখ, আমার একটা কাজ আছে, তাহা সারিয়া আমি এখনই আসিতেছি। তোমরা ততক্ষণ দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কও।" এই বলিয়া প্রস্পেরো চলিয়া গেলেন।

তাহাদের নিকট হইতে গিয়া তিনি এরিএলকে ডাকিলেন। এরিএল আসিয়া তাঁহার ভাই ও নেপল্‌সের রাজার দুর্দ্দশার

কথা সমস্ত বলিল। সে তাহাদের কিরূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছিল, সেই সব দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে তাহারা কি রকম কাতর হইয়াছিল, এরিএল সেই সকল বৃত্তান্ত একে একে বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিল, "তাহারা যখন বড় ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিল, আমি তাহাদের নিকট উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া দিলাম। খাবার দেখিয়া তাহারা যেমন তাড়াতাড়ি খাইতে যাইবে অমনি আমি বাঘের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া তাহাদের সমুদয় খাদ্য নষ্ট করিয়া দিলাম। পরে এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলাম, 'তোমরা মেলনের রাজা, প্রস্‌পেরোর রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার শিশুকন্যাকে সমুদ্রে একাকী নৌকায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, সেই জন্য তোমাদের এই শাস্তি৭'"

প্রস্‌পেরো তখন এরিএলকে উহাদের লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র সে নেপল্‌সের রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা এন্‌টনিওকে হাজির করিল। তাঁহারা শোকে ও ভয়ে এতই অধীর হইয়াছিলেন যে প্রথমে প্রস্‌পেরোকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। পরে যখন চিনিলেন তখন এন্‌টনিও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। রাজাও অনুতপ্ত হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনি পুনগ্রহণ করিয়া আমাদের ক্ষমা করুন।"

প্রস্‌পেরো তাঁহাদের দুইজনকেই আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা

করিলেন। তারপর নেপল্‌সের রাজাকে বলিলেন—"আজ আমিও আপনাকে কিছু দান করিব।" এই বলিয়া তিনি রাজাকে সঙ্গে লইয়া একটা ঘরের দরজা খুলিলেন। রাজা দেখিয়া অবাক হইলেন। দেখিলেন তাঁহার পুত্র ও এক অপ্সরাসুন্দরী কন্যা সেই ঘরে বসিয়া সতরঞ্চ খেলিতেছে।

ছেলেকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পরে মিরাণ্ডার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ দেববালা কে?"

তখন ফার্ডিনণ্ড বলিল, "বাবা, ইনি দেববালা নন, মেলন-রাজ প্রস্‌পেরোর কন্যা। আমি ইঁহার কাছে অতি যত্নে আছি। ইনি এই কন্যারত্ন আমায় দান করিয়াছেন।"

রাজার চক্ষে জল আসিল। তিনি প্রস্‌পেরোর হাত ধরিয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন, "রাজা আমি আপনাকে কত কষ্ট দিয়াছি। আমার প্রতি আপনার এত দয়া!"

তখন প্রস্‌পেরো তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "যাহা হইয়া গিয়াছে সে কথা আর তুলিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই, আর লজ্জিত হও কেন? যাহা বরাতে ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে। ভগবান যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। আমি যেমন সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিলাম, তেমনি আবার সকলই পাইয়াছি। আমার মেয়েকেও উপযুক্ত পাত্রে অর্পন করিয়া সুখী হইয়াছি।"

এন্‌টনিও অনুতাপে, লজ্জায় কাঁদিতে লাগিল, কোনও কথা বলিতে পারিল না।

প্রস্‌পেরো বলিলেন, "আপনাদের জাহাজ বন্দরে আছে; নাবিকেরা কেহ মরে নাই, দেখিতে পাইবেন। কল্য আমরা সকলে এ দ্বীপ ছাড়িয়া আপন আপন দেশে যাইব। এখন আপনারা আমার এই গুহায় যাহা কিছু আছে আহার করুন।"

সেদিন খুব আমোদ-আহ্লাদ করিয়া তাঁহারা সকলে আহার করিলেন।

পরদিন এরিএলকে ডাকিয়া প্রস্‌পেরো তাহাকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি পাইয়া এরিএল আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিল, "প্রভু জাহাজের কোন বিপদ আপদ না হয় সেজন্য আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি।"

অবিলম্বে প্রস্‌পেরো, তাঁহার কন্যা, এন্‌টনিও, নেপল্‌স্‌রাজ ও তাঁহার পুত্র সকলেই জাহাজে উঠিলেন। সমুদ্রপথে যাইতে যাইতে প্রস্‌পেরো তাঁহার ভোজবিদ্যার পুস্তক ও যষ্ঠি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মেলনে পৌঁছিয়া প্রস্‌পেরো পুনরায় রাজ সিংহাসনে বসিলেন, এবং ভ্রাতা ও কন্যা লইয়া পরম সুখে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সওদাগর।

ভিনিস্ নগরে সাইলক্ নামে এক ইহুদী বাস করিত। সে খুব বড় মহাজন। খ্রীষ্টান বণিকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়া সে যথেষ্ট অর্থ করিয়াছিল। অত্যধিক হারে সুদ লইত বলিয়া সহরের ভাল লোক মাত্রেই তাহাকে সুদখোর বলিয়া ঘৃণা করিত। এন্‌টনিও নামে এক যুবক এই সাইলক্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এন্‌টনিও-ও মহাজন; কিন্তু তিনি কেবল বিপন্ন হীন অবস্থার লোকদিগকেই টাকা ধার দিতেন, এবং এক পয়সাও সুদ লইতেন না। এন্‌টনিও সুদ লয় না, সেজন্য সাইলকেরও মনে মনে তাঁহার প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ ছিল। ফলে দুইজনেই পরস্পরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। যদি পথে সাইলকের সহিত এন্‌টনিওর দেখা হইত তাহা হইলে এন্‌টনিও তাহার সুদের ব্যবসার কথা পাড়িয়া মিষ্ট মিষ্ট করিয়া তাহাকে দুই চার কথা শুনাইয়া দিতেন। সাইলক্ মুখে কিছু বলিত না, কিন্তু মনে মনে প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিত।

এন্টনিও বাস্তবিকই বড় দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের সহিত আত্মীয়তা করিতে তাঁহার মত বড় কেহ পারিত না। একবার যাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় হইত তিনি তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। সহরের সকল পরিচিত ব্যক্তিই তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। বেসানিও নামে এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বেসানিও নিজে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন, তদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিও কিছু পাইয়াছিলেন। একে বড় লোক, তাহাতে বনিয়াদি বংশ, সেজন্য তিনি তাঁহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। সুতরাং কখন কখন তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ করিতে হইত, এবং প্রয়োজন হইলেই তাঁহার বন্ধু, এন্টনিও তাঁহাকে কর্জ্জ দিতেন। এমন বন্ধুত্ব দেখা যায় না; তাঁহারা যেন দুই সহোদর।

একদিন বেসানিও এন্টনিওর নিকট গিয়া বলিলেন, "ভাই এন্টনিও, আমি বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। একটি বালিকাকে আমি মনোনীত করিয়াছি। তাহার পিতা অনেক বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। এ বিবাহে আমারও অবস্থার উন্নতি হইবে।" ঐ বালিকার পিতা থাকিতেই বেসানিও মধ্যে মধ্যে উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। বালিকা অনেকবার আকার ইঙ্গিতে বেসানিওকে বিবাহ করিবার আন্ত-

রিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তবে এক কথা, পাত্রী অতবড় ধনী, তাহার উপযুক্ত বিবাহের লৌকিকতা করিবার মত টাকা পাত্রের নাই। তাই তিনি এন্‌টনিওর নিকট তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা কর্জ্জ করিতে আসিয়াছিলেন।

সে সময় এন্‌টনিওর হাতে অত টাকা ছিল না। তাঁহার কতকগুলি পণ্য জাহাজ অল্পদিনের মধ্যে দেশে পৌঁছিবার কথা ছিল ; এই ভরসায় এন্‌টনিও তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "ভাই, আপাততঃ সাইলকের নিকট হইতে ঐ টাকা কর্জ্জ লওয়া হউক, পরে আমার জাহাজ আসিলে আমি ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব।"

ইহাই স্থির করিয়া দুই বন্ধু একত্রে সাইলকের নিকট উপস্থিত হইলেন। এন্‌টনিও বলিলেন, "আমার এই বন্ধুকে তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ্জ দিতে হইবে। আমার জাহাজগুলি আসিলেই সুদে আসলে সমুদায় ঋণ আমি পরিশোধ করিব।" সাইলক্ শুনিয়া ভাবিল, "বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এন্‌টনিও আমাদিগের ইহুদিজাতিকে ঘৃণা করে। ও সুদ লয় না বলিয়া বণিকদিগের নিকট আমায় সুদখোর বলিয়া নানারূপ অপমানসূচক উপহাস করে। আজ আমি উহাকে একবার বুঝিয়া লইব।"

সাইলক্ কোনও উত্তর করে না দেখিয়া এন্‌টনিও কিছু ব্যস্ত

হইয়া বলিলেন, "কি ভাবিতেছ ? টাকা দিবে, ত বল।" তখন সাইলক্ বলিল, "মহাশয়, আপনি লোকের নিকট আমার যথেষ্ট নিন্দা করেন। শুধু আমার কেন, আমার জাতি সাধারণকেও যথেচ্ছা গালিমন্দ করিয়া থাকেন। তবে আমরা নীচ জাতি, সকলই সহ্য করিতে পারি। আপনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস-ঘাতক, নরকের কুকুর।' যদি তাহাই হই তবে আমার নিকট সাহায্য চাওয়া কেন ? কুকুরের কি টাকা থাকে ? আপনি আমায় গালি দিবেন, আর আমি তাহার প্রতিদান স্বরূপ প্রফুল্ল-চিত্তে বলিব, 'হুজুর, সেদিন আপনি আমায় কুকুর বলিয়াছেন, আর এক দিন আমার গায়ে থুতু দিয়াছেন, সুতরাং আমি অবশ্যই আপনাকে টাকা ধার দিব !' ইহাতে এন্‌টনিও রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমি আবার তোমাকে তাহাই বলিব ; তোমার গায়ে থুতু দিব, অপমান করিব। যদি আমায় টাকা ধার দিতে হয় বন্ধু বলিয়া দিও না, শত্রু বলিয়া দাও।"

এন্‌টনিওর কথায় সাইলক্ ক্রুদ্ধ হইল ; কিন্তু বাহিরে সে ক্রোধ প্রকাশ করিল না। চাপা ক্রোধের কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "মহাশয়, রাগ করেন কেন ? আমি বন্ধু হইয়া আপনার সৌহৃদ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার সকল অপমানের কথা আমি ভুলিয়া যাইব। আপনার যত টাকার প্রয়োজন আমি দিতেছি, আপনাকে তাহার জন্য এক পয়সা সুদ দিতে

হইবে না।" এনটনিও তাহার এই কপট উদার বাক্যে বিস্মিত হইয়া গেলেন। সাইলক্ পুনরায় উদারতার ভাণ করিয়া বলিল, "বিস্মিত হইবেন না; আপনার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা লাভ করিবার জন্য আমি সকলই করিতে পারি। আমি বিনা সুদেই টাকা ধার দিব; তবে আদান প্রদানের পূর্ব্বে এক উকীলের নিকট গিয়া এই নাম মাত্র সর্ত্তে আপনি একটা খতে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন যে অমুক দিনের মধ্যেএই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে আমি আপনার শরীরের যে কোন অঙ্গ হইতে অর্দ্ধসের পরিমাণ মাংস কাটিয়া লইব।"

এনটনিও হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, তাহাই হইবে। আমি ঐরূপ খতেই স্বাক্ষর করিব এবং বলিব তোমার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে।"

বেসানিও ওরূপ খতে সহি করিতে এনটনিওকে মানা করিলেন; কিন্তু এনটনিও নিঃশঙ্কচিত্তে বলিলেন, কোন ভয় নাই; ঋণ পরিশোধের ধার্য্য দিনের পূর্ব্বেই আমার জাহাজগুলি আসিয়া পৌঁছিবে।

সাইলক্ এই বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "হা ভগবান! খ্রীষ্টানদিগের কি এতই সন্দিগ্ধ মন! নিজেরা যেমন তেমনি অপরকেও মনে করে।" তাহার পর বেসানিওকে কহিল, "মহাশয়, আপনি বলুন না—যদি উনি নির্দ্ধারিত দিনে

আমার টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন তাহা হইলে খত অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আমার কি লাভ হইবে ? মানুষের মাংসের মুল্য কি ? এ ত আর ভেড়া, ছাগলের মাংস নয় যে খাওয়া চলিবে। আমি ত ইচ্ছা করিয়াই উঁহার বন্ধু হইতে চাহিতেছি, উনি রাজি হন, ভাল, নচেৎ আমি আর কি করিব ?"

সাইলকের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বেসানিওর অন্তরাত্মা তাঁহার বন্ধুকে তাঁহার জন্য ঐরূপ খতে সহি করিতে যেন নিষেধ করিল। কিন্তু এন্টনিওর কোনরূপ আশঙ্কাই হইল না। তিনি ভাবিলেন, এ খতের কোনও অর্থ নাই, রহস্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তাই তিনি সাইলকের সঙ্গে গিয়া উল্লিখিত খতটিতে দস্তখৎ করিয়া আসিলেন।

বেসানিও যাঁহাকে বিবাহ করিবার মানস করিয়াছিলেন তাঁহার বাড়ী ভিনিসের নিকটবর্ত্তী বেলমণ্ট নামক সহরে। বালিকার নাম পোর্শিয়া। পোর্শিয়া দেখিতে যেমন সুন্দরী, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি উদার।

বেসানিও এন্টনিওর সাহায্যে উক্তরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ এবং গ্রাসিয়ানো নামে এক ভদ্র পরিচারককে সঙ্গে লইয়া বেলমণ্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিলে পোর্শিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ আলাপনের পর পোর্শিয়া মুখ ফুটিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তখন বেসানিও পোর্শিয়াকে বলিলেন, "দেখ পোর্শিয়া, আমার নিজের ধন-সম্পত্তি বড় কিছু নাই; গর্ব্ব করিতে কেবল উচ্চবংশ এবং কুলমর্য্যাদা আছে।"

পোর্শিয়া বেসানিওর গুণেই মুগ্ধ ছিলেন। তিনি নিজেই ধনী, স্বামীর ধনের আকাঙ্খা করেন না। তাই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া অতি বিনম্রস্বরে বলিলেন, "তোমার যে গুণ আছে তাহাতে আমার শতগুণ রূপ এবং সহস্রগুণ ধন-সম্পত্তি থাকিলে তবে তোমার উপযুক্ত হইতাম। আমি মূর্খ, অশিক্ষিত, আমার কি গুণ আছে? তবে তুমি যাহা শিখাইবে আমি তাহা বোধ হয় শিখিতে পারিব। তুমি স্বামী—সকল বিষয়ে আমায় যে ভাবে চালাইবে আমি সেই ভাবে চলিয়াই সুখী হইব। ইতিপূর্ব্বে এই অট্টালিকা, দাসদাসী আমার ছিল, আজি হইতে সে সমস্ত তোমার হইল, কারণ আমি এখন তোমার।" এই বলিয়া তিনি বেসানিওকে আপনার অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন।

বেসানিও পোর্শিয়া প্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া উহা সযত্নে রক্ষা করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। পোর্শিয়ার সরল উদার বাক্যে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। প্রেমানন্দে যেন তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

গ্রাসিয়ানো এবং পোর্শিয়ার পরিচারিকা নরিসা তাহাদিগের প্রভু ও প্রভুর ভাবী পত্নীর নিকট হাজির ছিল। পোর্শিয়া বেসানিওর নিকট যে আন্তরিক আনুরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উহারা শুনিয়াছিল। গ্রাসিয়ানো তাহার প্রভু-দম্পতীর নিকট সে কথা অপ্রকাশ রাখিল না। সে বলিল, "প্রভু, ভগবান যেন আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির পথ নিষ্কণ্টক করেন। এখন আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমিও বিবাহ করি।"

বেসানিও বলিলেন, "গ্রাসিয়ানো, তোমার যদি কাহারও সহিত বিবাহের কথা স্থির হইয়া থাকে, করিবেনা কেন?"

গ্রাসিয়ানো বলিল, যে পোর্শিয়ার সুন্দরী দাসী নরিসার সহিত আমার দাম্পত্য প্রণয় হইয়াছে, এবং নরিসাও আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে। নরিসাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পোর্শিয়া সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন।

এই সময় বেসানিওর নামে এন্‌টনিওর নিকট হইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিল। পত্র পাঠ করিয়া বেসানিও বিবর্ণ হইয়া গেলেন। পোর্শিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া অতীব উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ? কাহার পত্র?"

বেসানিও কহিলেন, "হায়! আমার প্রিয় বন্ধু এন্‌টনিওর

বিষম বিপদ উপস্থিত, এবং আমিই সেই বিপদের কারণ।" এই বলিয়া তিনি পোর্শিয়াকে সাইলকের নিকট টাকা কর্জ্জ লওয়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া পোর্শিয়াকে শুনাইলেন। এন্‌টনিও লিখিয়াছেন :—"প্রিয় বেসানিও, আমার পণ্য জাহাজগুলি সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। এখন সেই খত অনুযায়ী আমি সাইলকের নিকট বিক্রীত ; অতএব আমার মরণ নিশ্চিৎ। মৃত্যুকালে তোমায় একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। যদি পার, আসিও।"

পোর্শিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র যাও—বিলম্ব করিও না। যিনি তোমার এত উপকার করিয়াছেন তাঁহার প্রাণ বাঁচাইতে যদি বিশগুণ স্বর্ণমুদ্রা লাগে আমি দিব। আইন মতে যাহাতে আমার টাকায় তোমার অধিকার জন্মে সেজন্য অগ্রে আমাদিগের বিবাহ হওয়া আবশ্যক।"

সেই দিনই তাঁহারা যথারীতি বিবাহ করিলেন। গ্রাসিয়ানোরও নরিসার সহিত বিবাহ হইল। বিবাহের পরক্ষণেই বেসানিও গ্রাসিয়ানোকে সঙ্গে লইয়া ভিনিস যাত্রা করিলেন। গিয়া দেখিলেন এন্‌টনিও কারাগারে।

ঋণ পরিশোধের ধার্য্য দিন গত হইয়াছিল, সেজন্য বেসানিও টাকা দিতে চাহিলেও সাইলক্ তাহা গ্রহণ করিল না। বলিল,

যে এন্‌টনিওর দেহের অর্দ্ধসের মাংস ব্যতীত সে এখন আর কিছুই লইবে না।

ভিনিসের ডিয়ুকের নিকট এই অদ্ভুত বিচারের জন্য একটা দিনস্থির হইল। বেসানিও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সেই বিচারের ফলাফল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পোর্শিয়া তাঁহার স্বামীকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আসিতে বলিয়াদিয়াছিলেন। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত এন্‌টনিও এ বিপদে রক্ষা পাইবেন না। এই আশঙ্কা করিয়া পোর্শিয়া মনে মনে তাঁহার স্বামীর প্রিয় বন্ধুর পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এন্‌টনিওর সাপক্ষে বলিবার জন্য ভিনিস্ যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন।

পোর্শিয়ার এক কৌঁসুলি আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার নাম বেলারিও। পোর্শিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ের আদ্যোপান্ত লিখিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। আর পত্রশেষে লিখিলেন যে তিনি যেন ব্যারিষ্টারের এক স্যুট পোষাক পাঠাইয়া দেন। যথাকালে বেলারিও লোক দিয়া পোষাক এবং যথাভিপ্রেত উপদেশ সহ এক পত্র পাঠাইলেন।

পোর্শিয়া ও তাঁহার দাসী নরিসা পুরুষের বেশ ধারণ করিলেন। পোর্শিয়া ব্যারিষ্টারের পরিচ্ছদ পরিলেন এবং

তাঁহার দাসীকে মুহুরির পোষাক পরাইয়া দুই জনে ভিনিস্ যাত্রা করিলেন। যেদিন তথায় পৌঁছিলেন সেই দিন এনটনিওর বিচার। বিচার আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পোর্শিয়া বিচার-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। পোর্শিয়া বেলারিও লিখিত একখানি পত্র ডিয়ুককে দিলেন। বেলারিও ডিয়ুককে লিখিয়াছেন যে তাঁহার শরীর ভাল না থাকায় তিনি নিজে যাইতে পারিলেন না। তিনি ডাক্তার বেল্‌থেজারকে (ঐ নামে পোর্শিয়াকে) পাঠাইতেছেন ; উনি আজ তাঁহার পরিবর্ত্তে বক্তৃতা করিবেন। ডিয়ুক ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি ঐ যুবকের সৌন্দর্য্যে কিঞ্চিৎ মুগ্ধও হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারের গাউন পরা, মাথায় পরচুলা—কে বলিবে উনি পুরুষ নয়—স্ত্রীলোক।

বিচার আরম্ভ হইল। পোর্শিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া নরপিশাচ সাইলক্‌কে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার নিকট বেসানিওকেও দেখিলেন, কিন্তু বেসানিও তাঁহাকে ঐ বেশে চিনিতে পারিলেন না। বেসানিও এনটনিওর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন ; উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল।

পোর্শিয়া স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে যেমন গুরুভার লইয়াছিলেন তদুপযুক্ত বুদ্ধি ও সাহস তাঁহার হৃদয়মধ্যে আসিয়াছিল। পোর্শিয়া প্রথমে সাইলক্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "খত অনুযায়ী তুমি এই দেশীয় আইন অনুসারে দণ্ড দিতে পার সত্য, কিন্তু ক্ষমা

অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই। ক্ষমা স্বর্গীয় পদার্থ—জীবের শ্রেষ্ঠতম গুণ। যে ক্ষমা করে সে ধন্য হয়, যাহাকে ক্ষমা করা যায় সেও ধন্য হয়। রাজার শিরোভূষণ মুকুটের অপেক্ষা হৃদয়-ভূষণ ক্ষমা শ্রেষ্ঠ। উহা স্বয়ং ভগবানের ঐশ্বর্য্য, অতএব পার্থিব হইলেও স্বর্গীয়। তুমি প্রতিবাদীকে ক্ষমা কর।"

কিন্তু এ সকল কথায় সাইলকের ক্রূর-কঠিন হৃদয় আদৌ গলিল না। সে স্পষ্টই বলিল, "মহাশয়, খত অনুযায়ী ন্যায্য বিচার পাইতেই আমি এখানে আসিয়াছি, ক্ষমা করিতে আসি নাই।" পোর্শিয়া আবার বলিলেন, "ইনি যদি টাকা দেন?" এই কথা শুনিয়া বেসানিও বলিয়া উঠিলেন, "সাইলক্ যদি টাকা লয় আমি ঐ টাকার তিন গুণ, চতুর্গুণ দিতে প্রস্তুত।" কিন্তু সাইলক্ তাহাতেও রাজি হইল না। তখন বেসানিও ছল ছল নেত্রে তাঁহার বন্ধুর প্রাণ রক্ষার জন্য পোর্শিয়াকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। পোর্শিয়া বলিলেন, "কি করিব, মহাশয়! আইনে যাহা আছে তাহার ত পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।" সাইলক্ এই কথা শুনিয়া মনে করিল যে কৌঁসুলি তাহার পক্ষেই বলিতেছেন। তখন সে বলিল, "আপনার যুক্তি তর্ক শুনিয়া মনে হয় যে বিচার-বিজ্ঞ স্বয়ং ডানিএল এখানে আসিয়াছেন। ধন্য আপনার বিচার! ধন্য আপনার আইন-অভিজ্ঞতা!"

কৌতুলি তখন সাইলকের নিকট খতখানি দেখিতে চাহিলেন। খত পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন, "এই খত অনুযায়ী সাইলক্ এনটনিওর বক্ষঃস্থল হইতে আধসের ওজনের মাংস কাটিয়া লইতে পারে।"

এই কথা বলিয়া তিনি সাইলক্কে পুনরায় বলিলেন, "দেখ, মানুষের দয়াই ধর্ম্ম; তুমি দয়া করিয়া টাকা লও, আমি খত ছিঁড়িয়া ফেলি।" সাইলক্ বলিল, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার যে কথা সেই কাজ।" তখন পোর্শিয়া বলিল, "তবে আর কি, এনটনিও এখন বুক খুলিয়া দিন।" সাইলক্ তখন একখানা লম্বা ছুরি শাণ দিতেছিল। পোর্শিয়া তখন এনটনিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু বলিবার আছে?" তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার বলিবার কিছুই নাই—আমি মরিতে প্রস্তুত।" তাহার পর তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু বেসানিওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমায় বিদায় দাও, ভাই। তোমার জন্য আমার বিপদ হইল বলিয়া তুমি দুঃখ করিও না। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইল, ইহাতে কাহারও দোষ নাই," বলিয়া এনটনিও তাঁহার বন্ধুর হাত ধরিলেন। বেসানিও উচ্ছসিত শোকাবেগ অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "এনটনিও, আমার স্ত্রী প্রাণতুল্য প্রিয় বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা, এমন কি সমগ্র

পৃথিবী অপেক্ষাও তোমার প্রাণ আমার নিকট অধিক মূল্যবান। এই নররাক্ষসকে আমি আজ সকলই দিতে প্রস্তুত, যদি তাহাতেও তোমার প্রাণরক্ষা হয়।”

পোর্শিয়া এই কথা শুনিয়া মনে মনে বুঝিলেন তাঁহার স্বামী তাঁহার বন্ধুকে কত ভালবাসেন। মুখে বলিলেন, “আপনি বন্ধুর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তবে আপনার স্ত্রী একথা শুনিলে খুসি হইতেন কি না জানি না।”

গ্রাসিয়ানো তাহার প্রভুর অনুকরণ করিতে ভালবাসিত। তাই সে-ও বলিল, “আমার স্ত্রী আমারও বড় প্রিয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার স্ত্রী যদি স্বর্গে থাকিয়া আজ এই পাষণ্ড সাইলকের মন ফিরাইবার জন্য দেবগণকে স্তুতি করিত তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।” নরিসা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া কহিল, “আপনার স্ত্রী কাছে নাই তাই ও কথা বলিতে পারিলেন, নহিলে আপনাকে অনেক কথা শুনিতে হইত।”

সাইলক্ এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল, “আর বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি? এইবার দণ্ডের আজ্ঞা হউক।” সকলের মুখ বিষণ্ণ। এন্টনিও বুঝি আর রক্ষা পাইলেন না।

পোর্শিয়া দেখিলেন সাইলক্ মাংস ওজন করিবার জন্য তুলাদাঁড়ি বাহির করিয়া রাখিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, “সাইলক্, এইবার একজন ডাক্তার ডাকিয়া আন; রক্তপাত

হইয়া ইনি মারা না যান।” সাইলকের মনোগত ভাব এন্‌টনিওকে মারিয়া ফেলা। তাই সে বলিল, “রক্তপাত হইয়া মারা না যান খতে এমন কিছু ত লেখা নাই।”

পোর্শিয়া উত্তর করিলেন, “খতে যাহা লেখা আছে তাহাই হইবে। এন্‌টনিওর শরীরের আধসের মাংস আইনমতে তুমি পাইবে—ডিয়ুক মহোদয়ও তোমায় তাহা দিবেন।” সাইলক্ আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইল ভাবিয়া ব্যারিষ্টারের জয়-জয়কার করিতে লাগিল। তারপর আর একবার তাহার ছুরিখানা শাণ দিয়া লইয়া এন্‌টনিওর দিকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, “এইবার এস,—প্রস্তুত হও!”

তখন পোর্শিয়া বলিয়া উঠিলেন, “একটু বিলম্ব কর,—তাড়াতাড়ি কিসের? আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। খতে অর্দ্ধসের মাংসের কথাই উল্লেখ আছে, অতএব এক ফোঁটাও রক্তপাতে তোমার অধিকার নাই। যদি এন্‌টনিওর মাংস কাটিবার সময় এক ফোঁটাও রক্তপাত হয়, তাহা হইলে তোমার জমী ধনসম্পত্তি সমস্ত ভিনিসের ধনাগারভুক্ত হইবে।” এই কথায় সাইলকের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। রক্তপাত না করিয়া মাংস কাটিয়া লওয়া ত সম্ভব নয়! তখন সে আর কি যে উত্তর করিবে খুঁজিয়া পাইল না। “খতে মাংসের কথা আছে, রক্তের কোনও উল্লেখ নাই,” এই এক জেরাতেই সাইলকের

সকল ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া গেল। এন্‌টনিও প্রাণ পাইল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইয়া নবীন ব্যারিষ্টারকে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

সাইলক্‌ তাহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল দেখিয়া অগত্যা টাকা লইতেই সম্মত হইল। বেসানিও শুনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন; তিনি তাড়াতাড়ি টাকা বাহির করিয়া সাইলক্‌কে দিতে গেলেন। পোর্শিয়া তখনই বাধা দিয়া বলিলেন, "রাখুন, রাখুন! সাইলকের প্রাপ্য এখন টাকা নয়,—সাজা। ও এখন এন্‌টনিওর মাংস কাটুক; কিন্তু এক ফোঁটাও রক্তপাত করিতে পাইবে না, বা মাংসও আধসেরের একরতি কম-বেশী কাটিতে পাইবে না। যদি তার এক চুলও কম-বেশী হয় তাহা হইলে ভিনিসের আইন অনুসারে উহার প্রাণদণ্ড হইবে, এবং উহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারভুক্ত হইবে। সাইলক্‌ বেগতিক দেখিয়া বেসানিওর নিকট টাকা চাহিল; বেসানিও-ও তৎক্ষণাৎ টাকা তাহার হাতে দিতে গেলেন।

পোর্শিয়া পুনরায় বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে সাইলক্‌কে কহিলেন, "তুমি টাকা লইবে কি! তুমি একজন নিরীহ ভদ্রলোকের প্রাণ বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছ, সেজন্য তুমি রাজদ্বারে অপরাধী। এই অপরাধের জন্য আইন অনুসারে তোমার সকল সম্পত্তি সরকারভুক্ত হইল। আর তোমার জীবন এখন

বিচারপতির কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি মঙ্গল চাও, ত এখনি জানু পাতিয়া ইঁহার শরণাপন্ন হও।"

তখন ডিয়ুক্ সাইলক্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাইলক্, তোমার অপরাধ যে অতিশয় গুরুতর তাহা বোধ করি আমায় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু তথাচ আমি তোমাকে নিজ হইতে ক্ষমা করিলাম। এখন দেখ, তোমাদিগের সহিত আমাদিগের খ্রীষ্টান জাতির কত প্রভেদ। তুমি অকারণ অক্লেশে একজন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছিলে; কিন্তু আইন অনুসারে তোমারই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত হইলেও তোমাকে ক্ষমা করা হইল। তোমার সকল সম্পত্তির অর্দ্ধেক এন্‌টনিও পাইবে, এবং অপর অর্দ্ধেক সরকারভুক্ত হইবে।"

মহানুভব এন্‌টনিও তাহাতে বলিলেন, "সাইলকের সম্পত্তি আমি লইতে চাহি না। তবে সে যদি তাহার কন্যা ও জামাতাকে ঐ অর্দ্ধেক বিষয় লিখিয়া দেয় তাহা হইলেই আমি যার পর নাই সুখী হইব।" এন্‌টনিওর এক বন্ধু সাইলকের একমাত্র কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বিবাহ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে প্রণয়ী এন্‌টনিওর বন্ধু বলিয়া সাইলক্ ঐ বিবাহে আদৌ সম্মত হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা সাইলকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপনে বিবাহ করেন।

সেই অবধি সাইলক্ কন্যার মুখদর্শন করে নাই, তাহার সকল সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

এখন অনন্যোপায় হইয়া সাইলক্ তাহার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ এন্‌টনিওর কথামত তাহার কন্যা ও জামাতাকে লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। বৈরনির্য্যাতনে অকৃতকার্য্য ও অগাধ ধনসম্পত্তি হইতে এককালে বঞ্চিত হইয়া অর্থপিশাচ সাইলক্ পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে লাগিল। তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর তথায় দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া সে সত্বর বিদায় লইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, আমার অর্দ্ধ সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আমার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেই আমি উহা সাক্ষরিত করিয়া দিব।

সাইলক্ চলিয়া গেলে ডিয়ুক এন্‌টনিওকে মুক্তি প্রদান করিলেন। পরে তিনি ঐ নবীন ব্যারিষ্টারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অপূর্ব্ব যুক্তিবাদের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্বামীর অগ্রেই তাঁহার বেলমণ্টে ফিরিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া পোর্শিয়া বিচারপতির নিকট সাভিবাদন বিদায় প্রার্থনা করিয়া নতশিরে বলিলেন, "সুবিচারকের নিকট কখনও অবিচার হইতে পারে না, আজও তাহা হয় নাই। কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যানুরোধে এখনি আমাকে

যাইতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।”

ভিক্ষুক তখন পোর্শিয়ার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এন্‌টনিওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এই মহৎ ব্যক্তি তোমার প্রাণদাতা; প্রাণদাতার কি পুরস্কার দিবে দাও।” তখন বেসানিও অতি বিনীতকণ্ঠে পোর্শিয়াকে কহিলেন, “আপনার যুক্তি কৌশলেই আমার প্রিয় বন্ধুর প্রাণরক্ষা হইয়াছে; আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া সাইলকের প্রাপ্য এই তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেন তাহা হইলেও আমরা কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিতে পারি।” আর এন্‌টনিও বলিলেন, “আজ আপনি আমাদের দুই বন্ধুকে যে ঋণপাশে বদ্ধ করিলেন সে বন্ধন চিরজীবনেও মুক্ত হইবার নহে। তবে এই বন্ধনক্লেশের মধ্যেও যাহাতে কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি সেইজন্য আপনার যৎকিঞ্চিৎ মর্য্যাদার স্বরূপ এই তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।”

পোর্শিয়া মুদ্রা লইতে কোন ক্রমে সম্মত হইলেন না; কিন্তু বেসানিওর সনির্বন্ধ অনুরোধ একেবারে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে পোর্শিয়া তাঁহার হস্তের দস্তানা লইতে চাহিলেন। বেসানিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুই হাত হইতে দস্তানা

খুলিতে লাগিলেন। দক্ষিণ হস্তের দস্তানাটি খুলিতেই পোর্শিয়া আপন অঙ্গুরীয় বেসানিওর অঙ্গুলিতে দেখিতে পাইলেন। এই অঙ্গুরীয়টি লওয়াই পোর্শিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবাহের অঙ্গুরী কেহ কখন পরিত্যাগ করে না, সেজন্য পোর্শিয়া এই অঙ্গুরীয় লইয়া গৃহে তাঁহার স্বামার সহিত পরিহাস করিবেন এই ভাবিয়া তিনি সখ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বেসানিওর নিকট হইতে উহা চাহিলেন। বেসানিও বড় বিপদে পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রীর প্রদত্ত অঙ্গুরী তিনি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? তাই তাঁহাকে বলিতে হইল, এটি তাঁহার স্ত্রীর উপহার, তিনি সপথ করিয়া বলিয়াছেন উহা কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। তবে ইহাও অঙ্গীকার করিলেন যে সহরের মধ্যে যে কাহারও নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান আঙ্গুটী থাকে ঘোষণার দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিবেন। পোর্শিয়ার তাহা মনঃপূত হইল না। স্বরে কিঞ্চিৎ বিরক্তির রেশ আনিয়া বলিলেন, "আপনি না দিতে পারেন নাই দিবেন, আমি অন্য আঙ্গুটী চাহি না," বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

এন্‌টনিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বেসানিও, আমার অনুরোধ তুমি উঁহাকে তোমার ঐ অঙ্গুরীয়টি দাও। আমার জন্য এবং আমার এই প্রাণদাতার জন্য না হয় তুমি তোমার স্ত্রীর প্রদত্ত একটি উপহার ত্যাগ করিলে।"

এন্টনিওর প্রাণ অপেক্ষা আঙ্গুটীর মূল্য অধিক নয়, এই স্থির করিয়া বেসানিও তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া দিয়া গ্রাসিয়ানোকে তৎসহ পোর্শিয়ার পশ্চাতে দ্রুতপদে পাঠাইয়া দিলেন। নরিসার নিকট গ্রাসিয়ানো যে অঙ্গুরীটি উপহার পাইয়াছিল পুরস্কার স্বরূপ নরিসা চাহাতে প্রভুর দেখাদেখি সে-ও তাহাকে উহা খুলিয়া দিল। অঙ্গুরী লইয়া উভয় পক্ষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পোর্শিয়া এবং নরিসা উভয়ের মধ্যে খুব একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

গৃহে আসিয়া তাঁহারা আপন আপন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর উভয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে বেসানিও তাঁহার বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পোর্শিয়া তাঁহার স্বামী ও তাঁহার বন্ধুকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কি অদ্ভুত উপায়ে এন্টনিও অনিবার্য্য মৃত্যুদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইলেন সেই সম্বন্ধে তিনজনে আলোচনা করিতে বসিলে নরিসাদের স্বামী-স্ত্রীর বচসা শুনা গেল। গোলযোগ শ্রবণে পোর্শিয়া বাহির হইয়া গ্রাসিয়ানোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? কলহ কিসের?" গ্রাসিয়ানো বলিল, "কিছুই নয়, গিন্নি মা; একটা সামান্য আঙ্গুটীর জন্য নরিসা আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।" নরিসা বলিল, "আঙ্গুটী সামান্য—তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহা ত সামান্য নয়! তুমি না শপথ করিয়া-

ছিলে জীবনে উহা পরিত্যাগ করিবে না! আর এখন বলিতেছ ব্যারিষ্টারের মুহুরিকে দিয়াছি!"

গ্রাসিয়ানো উত্তর করিল, "সত্যই আমি উহা ব্যারিষ্টারের কেরাণীকে দিয়াছি। ঐ ব্যারিষ্টারের জন্যই আমার প্রভু-সখার প্রাণরক্ষা হইল। প্রভুও ব্যারিষ্টারকে নিজের আঙ্গুটী খুলিয়া দিয়াছেন। কেরাণীবাবু দেখাদেখি আমার কাছেও কিছু চাহিলেন, তাই আমিও আমার আঙ্গুটীটা তাঁহাকে দিলাম।"

পোর্শিয়া শুনিয়া অমনি তাঁহার স্বামীর সহিত বিবাদ করিতে বসিয়া গেলেন। বেসানিও পোর্শিয়াকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "কি করিব, ব্যারিষ্টার মুখ ফুটিয়া চাহিলেন, তাই এন্‌টনিওর কথায় তাঁহাকে দিয়াছি।"

তখন এন্‌টনিও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "এই হতভাগ্যই আপনাদের দ্বন্দ্বের মূলিভূত কারণ, বেসানিওর কোন দোষ নাই। তবে আমার পরম বন্ধু বলিয়া আমি উহাকে যতদূর জানি তাহাতে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে সে অঙ্গুরী পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, তাই বলিয়া তাহার ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করে নাই, করিবেও না। এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।"

পোর্শিয়া বলিলেন, "বেশ, আপনি সাক্ষী; আবার এই

অঙ্গুরীয়টি আপনার বন্ধুকে দিন, আর যেন উনি কাহাকেও না দেন।”

অঙ্গুরী দেখিয়া বেসানিও একেবারে বিস্মিত হইলেন। ইহাই ত তাঁহার স্ত্রীর আঙ্গুটী, তিনি ব্যারিষ্টারকে দিয়াছিলেন! পোর্শিয়ার নিকট কেমন করিয়া আসিল! তখন পোর্শিয়া হাসিয়া একে একে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বেসানিও তাঁহার স্ত্রীর এই অত্যদ্ভুত বুদ্ধিমত্তায় একেবারে চমৎকৃত হইলেন। বিহ্বল নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন বলিতে চাহেন—তোমার এত গুণ, পোর্শিয়া!

সুদিন আসিলে মানুষের সকল দিকে সুবিধা হয়। শুনা গিয়াছিল এন্‌টনিওর জাহাজগুলি ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অপর কয়েকখানি জাহাজ ডুবিয়া যায়, লোকে সেগুলি এন্‌টনিওর জাহাজ বলিয়া ভুল করিয়াছিল। এক সপ্তাহ মধ্যে এন্‌টনিওর জাহাজগুলি আসিয়া পৌঁছিল। তিনি বাণিজ্যে এবার অন্যান্য বারের অপেক্ষা দ্বিগুণ ধনলাভ করিলেন। এবার তাঁহার প্রতি শুভ গ্রহের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছিল, তাই সকল দিকেই শুভ ফল ফলিল।

সিম্বেলিন্।

বহু পুরাকালে ইংলণ্ডে সিম্বেলিন্ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী অকালেই তিনটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। জ্যেষ্ঠা-কন্যা ইমোজেন্ পিতার নিকট থাকিয়া যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা সিম্বেলিনের অপর দুইটি পুত্রসন্তান তাহাদিগের বাসগৃহ হইতে অপহৃত হয়। উহাদিগের মধ্যে বড়টির বয়স তখন তিন বৎসর এবং ছোটটির বয়স প্রায় দেড় বৎসর হইবে। রাজা ঐ পুত্রদ্বয়ের বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদিগের সন্ধান করিতে পারিলেন না। ইহার কিছুকাল পরে সিম্বেলিন্ পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার এই দ্বিতীয়া পত্নী স্বভাবতঃ ঈর্ষাপরায়ণা ক্রূরমতি ছিলেন। সপত্নী কন্যা ইমোজেন্‌কে তিনি আন্তরিক হিংসা করিতেন।

রাণীর কূট বুদ্ধির বিলক্ষণ তীক্ষ্নতা ছিল। তাঁহারও দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহিত স্বামীর ঔরসজাত ক্লটন নামে এক

পুত্র ছিল। তাঁহার বড় সাধ সিম্বেলিনের মৃত্যুর পর তাঁহার এই গর্ভজাত পুত্রই রাজা হয়। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে কোনমতে সতীন কন্যা ইমোজেনের সহিত ক্লটনের বিবাহ দিতে না পারিলে ভবিষ্যতে উহার আর রাজা হইবার আশা নাই। রাজার নিরুদ্দেশ পুত্রদ্বয়ের সন্ধান না পাইলে পাছে ইমোজেন্ একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন, এই আশঙ্কায় তিনি ইমোজেনের সহিত তাঁহার পুত্রের সত্বর বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু রাণীর সে আশায় ছাই পড়িল; ইমোজেন্ কাহাকেও না জানাইয়া, কাহারও মতামত অপেক্ষা না করিয়া গোপনে নিজেই অপরকে বিবাহ করিলেন।

রাজকন্যা যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পস্‌থুমস্। পস্‌থুমস্ অতিশয় বিদ্যা-বুদ্ধি ও রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবা পুরুষ। তাঁহার পিতা ইতিপূর্ব্বে এক যুদ্ধে সিম্বেলিনের জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পস্‌থুমসের মাতাও জীবিত নাই, তিনি স্বামী-শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

নিঃসহায় পিতৃমাতৃহীন পস্‌থুমস্‌কে রাজা আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়া উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। ইমোজেন্ এবং পস্‌থুমস্ বাল্যকালে দুইজনে একই বিদ্যালয়ে একই শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন,—খেলিবার সময়ও দুইজনে একত্র

খেলা করিতেন। ক্রমে তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রণয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ের অজ্ঞাত পরিণয় সেই প্রণয়ের পরিণতি।

রাণী ইমোজেনের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য এক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; তিনি সর্ব্বাগ্রে এ বিবাহের কথা জানিতে পারিলেন। পস্‌থুমসের সহিত ইমোজেনের বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিয়া রাজাকে বলিয়া দিলেন। রাজা শুনিয়া নিতান্তই ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজকন্যা হইয়া সামান্য এক প্রজাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। কিন্তু বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আর তাহা অন্যথা করিবার উপায় নাই। তখন আর কি করিবেন, অনন্যগতি হইয়া তিনি ক্রোধভরে পস্‌থুমস্‌কে চিরদিনের মত রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

পস্‌থুমসের নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞায় কপট সহানুভূতি জানাইয়া রাণী ইমোজেন্‌কে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, পস্‌থুমস্‌ চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব। রাণীর এইরূপ মাছের শোকে বিড়াল কান্নার মত ইমোজেনের শোকে সহানুভূতি প্রকাশের অভিপ্রায় এই যে পস্‌থুমস্‌ চলিয়া গেলে যদি তিনি ইমোজেন্‌কে বুঝাইয়া কোন কৌশলে তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পারেন।

পরদিন দেশত্যাগের পূর্ব্বে পস্‌থুমস্‌ রাণীর সাহায্যে ইমোজেনের সহিত শেষ দেখার সুযোগ পাইলেন। বিদায়কালে ইমোজেন্‌ তাঁহার স্বামীকে একটি হীরক অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন; তাঁহার স্বামীও তাঁহাকে একজোড়া সুবর্ণ বলয় দিলেন। দুইজনেই অঙ্গীকার করিলেন যে পরস্পরের ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই উপহার কেহ কখনও পরিত্যাগ করিবেন না।

পস্‌থুমস্‌ চিরজীবন রোম নগরে অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া সেই দিনই রোম যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তথাকার কতকগুলি যুবকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। ঐ সকল যুবকেরা যখনই একত্র মিলিত হইত তখনই প্রসঙ্গক্রমে আপন আপন সহধর্ম্মিণীর রূপগুণের গর্ব্ব করিত। একদিন কথায় কথায় পস্‌থুমস্‌ বলিলেন, "তোমরা কেহ রূপের বড়াই করিতেছ, কেহ গুণের বড়াই করিতেছ, কিন্তু আমার স্ত্রী একাধারে রূপেগুণে অতুলনীয়া।"

ইয়াকিমো নামে এক যুবক পস্‌থুমসের এই শ্লাঘাবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "ভায়া, চক্ষের আড়াল হইয়াছে ত অনেক দিন, এত দিন কি আর তোমাকে তাহার মনে আছে? আর যদি মনেই না থাকিল তবে রূপ গুণ থাকায় না থাকায় দুই সমান। অতএব তোমার ও বৃথা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর।"

পস্থুমস্ প্রতিবাদ করিলেন। ক্রমে ইহা লইয়া দুইজনের মধ্যে একটা ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। অবশেষে ইয়াকিমো বলিলেন, "অত কথায় কাজ নাই। স্বামীর উপহার কেহ কখনও পরিত্যাগ করে না ; কিন্তু আমি যদি তোমার প্রদত্ত সেই উপহার তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে আনিয়া দেখাইতে না পারি তাহা হইলে আমি তোমায় পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা দিব। আর যদি পারি তাহা হইলে তোমার স্ত্রীর প্রদত্ত ঐ হীরক অঙ্গুরী তুমি আমাকে দিবে অঙ্গীকার কর।" ইমোজেনের পতিপরায়ণতা সম্বন্ধে পস্থুমসের অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ইয়াকিমোর কথায় সম্মত হইলেন।

ইয়াকিমো অবিলম্বে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তথায় অনুসন্ধান করিয়া তিনি ইমোজেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইয়াকিমো পস্থুমসের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, সেজন্য ইমোজেন্ তাঁহার যথোচিত সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইমোজেনের আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নে পস্থুমসের কুশল কহিয়া ইয়াকিমো সেই সুযোগে কথা প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ জানাইতে আরম্ভ করিলেন। ইমোজেন্ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "আপনি বাজে কথা কহিতেছেন কেন ? যদি আমার স্বামী আমাকে কোন কথা বলিতে বলিয়া থাকেন আপনি তাহাই বলুন।"

ইয়াকিমো দেখিলেন এরূপ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তিনি একদিন রাত্রে ইমোজেনের ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সঙ্গোপনে ইমোজেনের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং ইমোজেন্ যতক্ষণ না শুইতে আসিলেন ততক্ষণ একটা বড় কাষ্ঠের সিন্দুকের ভিতর লুকাইয়া রহিলেন। ইমোজেন্ নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গৃহ মধ্যে যাহা যাহা ছিল তাহার একটা তালিকা করিলেন। তাহার পর অতি সাবধানে তাঁহার মণিবন্ধ হইতে পস্থুমসের প্রদত্ত বালা খুলিয়া লইয়া তিনি আবার সিন্দুকের ভিতর লুকাইয়া রহিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে বাহির হইয়া তিনি অবিলম্বে রোম যাত্রা করিলেন। রোমে পেঁাছিয়াই স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক পস্থুমস্কে বলিলেন, "আমি তোমার স্ত্রীর গৃহে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তিনি আমায় ছাড়িতে চাহেন না—আমি অনেক কষ্টে ভুলাইয়া চলিয়া আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি ইমোজেনের গৃহে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী ও আসবাবপত্র ছিল সমস্ত একে একে বর্ণন করিলেন।

পস্থুমস্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি দ্রব্য-সামগ্রীর কথা যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু তুমি যে সচক্ষে তাহা দেখিয়া

আসিয়াছ এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। হয়ত অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট জানিয়া থাকিবে।"

তখন ইয়াকিমো আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর হাতের বালা বাহির করিয়া পস্‌থুমসের হাতে দিলেন। বলিলেন, "তোমার প্রদত্ত এই বালা ইমোজেন্ আপনি খুলিয়া আমায় দিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'এ আমার বড় সাধের বালা—আমি আজ তোমাকে দিলাম।'"

বালা দেখিয়া পস্‌থুমস্ বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না যে ইমো-জেন্ না দিলে তাঁহার বন্ধু উহা কেমন করিয়া পাইলেন। পত্নীর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহার উদ্দেশে নানা-বিধ কটূক্তি করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার অনু-সারে তিনি তাঁহার হীরক অঙ্গুরীয়টি ইয়াকিমোকে খুলিয়া দিলেন।

সেইদিনই পস্‌থুমস্ রোষভরে পিসানিও নামক ইমোজেনের এক পরিচারককে পত্র দ্বারা সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। পিসানিও পস্‌থুমসের বিশ্বস্ততা লাভ করিয়াছিল। পস্‌থুমস্ সেই পত্রে তাহাকে লিখিলেন, "পিসানিও, তুমি মিলফোর্ড্ বন্দরে আমার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিবে।" ঐ সঙ্গে ইমোজেন্‌কেও একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে

কপট বিরহ-ব্যথার ভাণ করিয়া লিখিলেন, "তোমাকে দেখিবার জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। প্রাণদণ্ডের ভয়েই ইংলণ্ডের সীমার ভিতর প্রবেশ করিতে ভরসা করি না। তবে আগামী পরশ্ব পিসানিওর সহিত তুমি যদি মিল্‌ফোর্ড বন্দরে আসিতে পার তাহা হইলে তথায় আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" সরলা স্বামীগতপ্রাণা ইমোজেন্ স্বামীর হস্তাক্ষর পাঠ করিবামাত্র অনতিবিলম্বে পিসানিওর সহিত পস্‌থুমসের দর্শন আশায় যাত্রা করিলেন।

বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলে পিসানিও পস্‌থুমসের বিশ্বস্ত বন্ধু হইলেও তাঁহার আদিষ্ট পৈশাচিক, নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিল না। সে ইমোজেন্‌কে বন্ধুর এই নিদারুণ আদেশের কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল।

ইমোজেন্ সহসা এই অভাবনীয় হৃদয়বিদারক বার্ত্তা শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। পিসানিও তাঁহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে বুঝাইয়া বলিল, একটু ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে তুমি তোমার স্বামীর অনুতাপ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ইমোজেন্ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে পিসানিও তাঁহাকে বালকের বেশ ধারণ করিতে বলিল। ইমোজেন্ তাহাই করিলেন। ভাবিলেন, এই ছদ্মবেশে আমি অনায়াসে রোমে গিয়া পস্‌থুমস্‌কে দেখিয়া আসিতে পারিব। তিনি—স্বামী, যত নির্ম্মমই হউন,

না কেন, আমি পত্নী হইয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া থাকি ?

ইমোজেন্‌কে বালক বেশে সাজাইয়া দিয়া পিসানিও রাজ-ভবনে প্রতিগমন করিল। যাইবার কালে তাঁহাকে এক শিশি ঔষধ দিয়া বলিয়া গেল, এই ঔষধ সেবনে সকল রোগ নিবারণ হয়, উহা রাণী আমাকে দিয়াছিলেন।

পিসানিও পস্‌থুমসের বন্ধু বলিয়া রাণী তাহাকেও ঘৃণা করিতেন। দুষ্টা রাণী পিসানিওকে প্রাণে মারিবার জন্য রাজ-চিকিৎসকের নিকট হইতে একটা বিষ চাহিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যে উহার অদ্ভুত মারণ-শক্তি তিনি পশুর প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু চিকিৎসক রাণীকে বিলক্ষণ চিনিতেন, সেজন্য রাণীর দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া তিনি তাঁহাকে প্রকৃত বিষ না দিয়া একটি ঔষধ দিয়াছিলেন। উহার অদ্ভুত গুণ এই যে উহার কিঞ্চিন্মাত্র কেহ গলধঃকরণ করিলে কয়েক ঘণ্টাকাল মড়ার মত অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

পিসানিও ত এ সকল ব্যাপার জানিত না ! সে সর্ব্বরোগ-হারী মহৌষধ ভাবিয়াই বন্ধুভাবে অসহায় ইমোজেন্‌কে দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল যদি পথে ইমোজেনের পীড়া হয় তখন এই ঔষধেই অক্লেশে আরোগ্য হইতে পারিবে।

পিসানিও চলিয়া আসিলে ইমোজেন্‌ এক পথ ধরিয়া

চলিলেন। যাইতে যাইতে ঘটনাক্রমে তিনি এক গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গুহায় বাল্যকালে অপহৃত দুই সহোদরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সিম্বেলিনের বিলারিয়স্ নামক অন্যতম সভাসদ্ ঐ বালক দুইটি অপহরণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিলারিয়স্ অকারণে রাজদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া পদচ্যুত হইয়াছিলেন। সেজন্য প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া তিনি রাজার পুত্র দুইটি চুরি করিয়া বনমধ্যে এক গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শিশু দুইটিকে লালনপালন করিতে করিতে তাহাদের প্রতি তাঁহার এরূপ মমতা জন্মিল যে উহারা তাঁহার নিজ পুত্রের অধিক হইয়া উঠিল। তাঁহাকেই উহারা আপন পিতা বলিয়া জানিত, এবং পিতা বলিয়াই ডাকিত। বিলারিয়স্ একটির নাম পলিডোর ও অপরটির নাম কড্ওয়াল রাখিয়াছিলেন। বনেই তাহাদিগকে যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন তাহারা দুইটি নব যুবক; মৃগয়া তাহাদিগের একমাত্র জীবিকা।

ইমোজেন্ মিল্ফোর্ড বন্দরে গিয়া তথা হইতে রোম যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড এক বন অতিক্রম করিয়া ঐ বন্দরে আসিতে হয়। ইমোজেন্ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ফেলিলেন। ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত ও পালিত রাজার কন্যা, দীর্ঘ পথপর্য্যটন কখনও অভ্যাস নাই।

সুতরাং ইমোজেন্ এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে আর তিনি চলিতে পারেন না। পিসানিও উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে ইমোজেন্‌কে মিল্‌ফোর্ড বন্দর দেখাইয়াছিল ; তখন মনে হইয়াছিল বন্দর বেশী দূরে নহে। এখন বুঝিলেন যে উচ্চ প্রদেশ হইতে যাহা নিকটে দেখা যায় বস্তুতঃ তাহা নিকটে নয়। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আশ্রয় লাভের জন্য তিনি এই গুহায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। তখন ইমোজেন্ ক্ষুধায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে এক স্থানে কতকগুলি ফলমুল ও আহার্য্য দেখিয়া খাইতে বসিয়া গেলেন।

এই সময় তাঁহার দুই ভ্রাতার সহিত বেলারিয়স্ শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি-লেন এক অতি রূপবান যুবক তাহাদিগের খাদ্য-সামগ্রী ভোজন করিতেছে। ইমোজেনের ভোজন তখন সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি ক্লান্ত পথিক, বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম। আপনারা এখানে ছিলেন না. তাই বিনা অনুমতিতেই আপনাদের খাদ্য-দ্রব্য খাইয়াছি। আমি মন্দ লোক নই—আপনাদের কোন দ্রব্যে হাত দিই নাই। তবে আমি যাহা খাইয়াছি তাহার মূল্য স্বরূপ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা এখন না আসিলেও আমি ন্যায্য মূল্য রাখিয়া যাইতাম।"

বেলারিয়স্ হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় কিছু দিতে হইবে না। তোমার নাম কি? কোথায় যাইবে?"

ইমোজেন্ বলিলেন, "আমার নাম ফিডিল। কোন বিশেষ প্রয়োজনে আমি মিলফোর্ড বন্দরে যাইতেছিলাম। বহুদূর হইতে আসিয়া পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনার গুহায় প্রবেশ করি। তারপর যে অপকর্ম্ম করিয়াছি তাহা সচক্ষে দেখিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বিলারিয়স্ বলিলেন, "যুবক, ও কথা বলিও না; আমরা গুহায় বাস করি বলিয়া তুমি আমাদিগকে অসভ্য ইতর জাতি মনে করিও না। তুমি আমাদিগের অতিথি, যতক্ষণ থাকিবে আমরা যথাসাধ্য তোমার পরিচর্য্যা করিব।"

বিলারিয়সের ইঙ্গিত অনুসারে বালকদ্বয় ইমোজেন্‌কে সমাদরে গুহামধ্যে বসাইয়া সস্নেহে ও সবিনয়ে বলিল, "আপনি আমাদের ভাই, আমাদের কাছে আপনার কোন লজ্জা নাই।"

ইমোজেন্‌ও বোধ হয় রক্তের সম্বন্ধ বলিয়াই তাহাদিগকে 'ছোট ভাই' বলিয়া প্রাণে বড় আনন্দ পাইলেন। উহারা সেদিন একটি হরিণ শিকার করিয়া আনিয়াছিল, ইমোজেন্ তাহা উত্তম করিয়া রাঁধিয়া দিলেন। এখনকার কালে ধনাঢ্য ঘরের মহিলারা প্রায়শঃ রাঁধেন না বা রাঁধিতে জানেন না, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন রাজা আমীরের ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত রাঁধিতে জানিতেন এবং রাঁধিতেন। ইমোজেন্ খুব ভাল

রাঁধিতে পারিতেন। ভোজনকালে সকলে তাঁহার রন্ধনের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ইমোজেন্ বিদায় চাহিলে দুই সহোদর কোনমতে তাঁহাকে যাইতে দিল না। ইমোজেনের কেমন তাহাদের প্রতি একটা মমতা জন্মিয়াছিল, সেজন্য তিনিও ভাবিলেন—দিনকতক থাকিয়া যাই।

ইমোজেন্ তাঁহার সহোদরদ্বয়ের সহিত গুহায় বাস করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ পরস্পরের অজ্ঞাত রহিল। ইমোজেন্ যদিও তাহাদিগের সহিত হাসিখুসি, আমোদ প্রমোদ করিতেন, তথাপি স্বামীর জন্য তিনি অনেক সময় বিমর্ষ ও বিমনা হইয়া থাকিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। তিনি যে কি একটা দুঃখ ঢাকিয়া বেড়ান তাহা তাহাদিগের সন্দেহ হইয়াছিল।

সে দিন দুই সহোদর বিলারিয়সের সহিত যখন শিকার করিতে যায় তখন তাহারা ইমোজেন্‌কে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল। ইমোজেন্ যাইতে চাহিলেন না। বলিলেন, আমার শরীর আজ ভাল নয়। স্বামীর নির্ম্মমতার জন্য মনোকষ্টে ও প[illegible] ক্লেশে তাঁহার শরীর ভাল না থাকা আশ্চর্য্য নয়।

তাহারা শিকারে বাহির হইয়া গেলে ইমোজেনের পিসানিও প্রদত্ত ঔষধের কথা স্মরণ হইল। এই ঔষধে অবশ্যই তাঁহার

শরীরের গ্লানি বিদূরিত হইবে এই ভাবিয়া তিনি ঔষধটি সেবন করিয়া শয়ন করিলেন। অনতিবিলম্বে ঔষধের অপরিহার্য্য ক্রিয়াশক্তিবলে তাঁহার তন্দ্রা আসিল, তিনি অচিরে মৃতবৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

বিলারিয়স্ ও দুই ভ্রাতা শিকার করিয়া গুহায় প্রত্যাগত হইয়া দেখিল ইমোজেন্ নিদ্রা যাইতেছেন। পাছে ইমোজেন্ জাগিয়া উঠেন এই আশঙ্কায় ভ্রাতৃদ্বয় জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে আহার করিবার সময় পলিডোর ইমোজেন্‌কে জাগাইতে গেল, কিন্তু ইমোজেন্ উঠিল না। পলিডোরের ভয় হইল; তখন সে তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার ভ্রাতা ও পিতাকে ডাকিল।

বিলারিয়স্ আসিয়া অনেক ডাকাডাকি ও গায়ে হাত দিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন তাহাদের মনে হইল ইমোজেন্ মরিয়া গিয়াছেন। পলিডোর তাহার ভ্রাতার অপেক্ষাও ইমোজেন্‌কে অধিক ভালবাসিয়াছিল। ইমোজেন্ মরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বিলারিয়স্ তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বলিলেন, "আর কাঁদিয়া ফল কি? এখন মৃতদেহ লইয়া বনমধ্যে উহার যথাবিধি সৎকার করিতে যাই চল।"

পিতার আজ্ঞানুসারে তাহারা ইমোজেন্‌কে এক লতামণ্ডপে লইয়া গেল। তথায় বড় বড় ঘাসের উপর শয়ন করাইয়া তাঁহার আপাদ মস্তক পত্র ও পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। তাহার পর তাহারা তিনজনে ইমোজেনের স্বর্গবাস কামনা করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে গুহায় ফিরিয়া আসিল।

কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে ঔষধের ক্রিয়াবসানে ইমো-জেনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে পত্র-পুষ্পাবৃত হইয়া তিনি এক ঝোপের মধ্যে শুইয়া আছেন। বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "আমি গুহায় ঘুমাইতেছিলাম, আমায় ঝোপের ভিতর এমন করিয়া কে আনিল?"

গুহায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ইমোজেন্‌ ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিলেন; অবশেষে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্বামীর উদ্দেশে মিল্‌ফোর্ড বন্দরে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভাবিলেন তথা হইতে জাহাজে উঠিয়া ইটালী যাত্রা করিবেন।

ঘটনাক্রমে এই সময় রোমাধিপতি আগষ্টস্‌ সিজরের সহিত ইংলণ্ডাধিপতি সিম্বেলিনের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রোমের এক দল সেনা ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আসিল। ইমোজেন্‌ যে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন সৈন্যেরা ততদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সেই সৈনিক পুরুষদিগের সহিত পস্‌থুমস্‌ও একজন সৈনিক হইয়া

আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ড আক্রমণকারী রোমীয় সেনাদলের সঙ্গে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা তাঁহার মনোগত নহে। অনুকূল সুযোগ পাইলেই ইংরাজ সেনার সহিত যোগদান করিবেন, এবং রাজা অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেও, প্রতিহিংসা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই স্বপক্ষে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রদান করিবেন ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল।

ইমোজেন্ যে বিশ্বাসঘাতিনী এ ধারণা অদ্যাপিও তাঁহার মন হইতে অপসারিত হয় নাই। তবে যাঁহাকে বাল্যকাল হইতে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছেন তাঁহাকে যে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করাইয়াছেন এই ভাবিয়া অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দিবানিশি দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়! ইমোজেন্ ত আর বাঁচিয়া নাই! তাঁহার বন্ধু পিসানিও তাঁহাকে হত্যা করিয়াই সংবাদ পাঠাইয়াছে—সে আজ কত দিন হইয়া গেল। তাই বড় শোকে, বড় অনুতাপেই তিনি রোম সৈন্যভুক্ত হইয়াছিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে হয় যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, না হয় চিরনির্ব্বাসিতের পক্ষে বিনানুমতিতে দেশাগমন জনিত গুরু অপরাধে রাজার নিকট ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবেন।

অসহায় ইমোজেন্ বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে রোম

সৈন্তের হাতে ধরা পড়িলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সেনাপতি তাঁহাকে তাঁহার পরিচারক নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে সিম্বেলিনের সৈন্যদলও শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইল। উহারা উক্ত বনমধ্যে প্রবেশ করিলে পলিডোর্ এবং কড্‌ওয়াল্ সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইল। উহারা বীরত্ব পরিচায়ক কার্য্যে বড়ই আনন্দ অনুভব করিত, সেজন্য সেচ্ছায় অস্ত্র ধরিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা জানিত না যে, যে রাজার জন্য যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে তিনি তাহাদেরই পিতা। বৃদ্ধ বিলারিয়স্ পলিডোর্ ও কড্‌ওয়াল্‌কে একাকী ছাড়িয়া দিলেন না, তিনিও যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। যৌবনকালে তিনি একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। রাজার পুত্রদ্বয়কে হরণ করিয়া লইয়া আসা অবধি তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছিল, তাই ভাবিলেন রাজার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিব, এবং যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

নির্দ্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রোমসেনা এরূপ ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে সিম্বে-লিনের নিশ্চয়ই পরাজিত ও নিহত হইবার কথা, কেবল পস্‌থুমস্, বিলারিয়স্ এবং রাজার দুই পুত্রের অসমসাহসিক বীরত্বে শেষে তাঁহারই জয় হইল। এই চারিজন অজানা বীরের

জন্য সিম্বেলিন্ তাঁহার রাজ্য ও প্রাণ পাইলেন। জয়! ইংলণ্ডের জয়!—এই জয় ধ্বনিতে রণস্থল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

যুদ্ধাবসানে মৃত্যুকামী পস্‌থুমস্ সিম্বেলিন্ রাজপুরুষদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমি চিরনির্ব্বাসিত হইয়াও পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি, আমার যথোচিত রাজদণ্ড হউক।"

যাঁহারা বন্দী হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একে একে রাজার নিকট নীত হইলেন। ইমোজেন্ তাঁহার প্রভু রোম সেনাপতির সহিত বন্দী হইয়া সিম্বেলিনের সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন। ইমোজেনের অনর্থকারী দুষ্ট ইয়াকিমো-ও ঐ যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। পরে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে পস্‌থুমস্‌ও আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে বিলারিয়স্, পলিডোর্ ও কড্‌ওয়াল্ যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার পাইতে আসিলেন। রাজকর্ম্মচারী পিসানিও সে সময় তথায় উপস্থিত ছিল।

ইমোজেন্ ছদ্মবেশী পস্‌থুমস্‌কে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন, কিন্তু পস্‌থুমস্ ইমোজেন্‌কে তাঁহার বালক বেশে চিনিতে পারেন নাই। ইয়াকিমো ইমোজেনের সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন। ইমোজেন্ ইয়াকিমোর হস্তে তাঁহারই অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে ঘন ঘন তাঁহার পানে চাহিতে লাগিলেন। কয়েক-

বার নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন যে ইনিই তাঁহার স্বামীর সেই কপট বন্ধু। তাঁহার আঙুটী ইয়াকিমোর অঙ্গুলীতে কেমন করিয়া আসিল তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। এই পাষণ্ডই যে সকল অনর্থের মূল তিনি আজও তাহার বিন্দু বিসর্গ জানেন না।

পিসানিও ইমোজেন্‌কে বালক বেশে সাজাইয়া দিয়াছিল, তাই তাহার ইমোজেন্‌কে চিনিতে বাকী রহিল না। বিলারিয়স্‌ও তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি কড্‌ওয়াল্‌কে চুপিচুপি বলিলেন, "এই বালকটি আমাদিগের অতিথি হইয়াছিল না? এ ত মরিয়া গিয়াছিল, আবার বাঁচিয়া উঠিল নাকি?" কড্‌-ওয়াল্ ইমোজেন্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তাইত, এ ছোক-রার মুখ চোখ্, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত ফিডিলেরই মত; এ সে না হইয়া যায় না।" পলিডোর্‌ও এতক্ষণ এক দৃষ্টে ইমোজেনের প্রতি চাহিয়াছিল, এক্ষণে নিঃসন্দেহ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক, ঠিক, এ সে-ই বটে।" তখন বিলারিয়স্ সম্ভবতঃ উহাদের উদ্বেগ নিবারণের জন্যই কিঞ্চিৎ ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি বলিতেছ? এ সে বালক নয়। সে হইলে আমাদিগের সহিত নিশ্চয়ই কথা কহিত।"

পস্‌থুমস্ বাঞ্ছিত মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শত্রু হস্ত

হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা জানাইলে পাছে রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করেন সেজন্য ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করিলেন না। ইমোজেনের বধসাধন করিয়া তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছিল; তাঁহার একদণ্ডও বাঁচিতে সাধ ছিল না।

বিলারিয়স্ ও সিম্বেলিনের দুই পুত্র ব্যতীত সকলেই বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। বন্দীগণ সকলেই রাজার সম্মুখে ভয়ে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেবল রোম সেনাপতি লুসিয়স্ নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, "মহারাজ, শুনিয়াছি মুক্তির মূল্য দিলেও আপনি আপনার বন্দী ছাড়িয়া দেন না; তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করেন। আমি রোমীয়, মরণে আদৌ ভয় করি না। তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে, (বলিয়া ইমোজেন্‌কে রাজার সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিলেন) এই বালকটি ইংলণ্ডবাসী—আমার ভৃত্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মুক্তি মূল্য লইয়া ইহার প্রাণ-ভিক্ষা দিন।"

রাজা ছদ্মবেশী আপন কন্যার পানে চাহিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। তথাচ তিনি কি ভাবিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় এই বালককে আমি পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। জানিনা কেন ইহার প্রাণদণ্ড করিতে আমার আদৌ প্রাণ চাহিতেছে না।" তখন ইমোজেন্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বালক, আমি তোমার জীবনদান করিলাম। শুধু তাহাই নয়, তুমি

আমার নিকট যে কোন প্রার্থনা করিবে আমি তদ্দণ্ডে তাহা পূরণ করিব। যদি তোমার প্রভুর প্রাণ ভিক্ষা চাও আমি তাহাও দিব।”

ইমোজেন্ নতশিরে কহিলেন, “এ সামান্য বালকের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।”

লুসিয়স্ ইমোজেনের মনোগত ভাব অনুমান করিয়া বলিলেন, “বালক, তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিও না। বন্দী হইয়া প্রাণ ভিক্ষা লওয়া বীরের ধর্ম্ম নয়।”

ইমোজেন্ বলিলেন, “ভাল, আমি অন্য প্রার্থনা করিব।” বলিয়া ইমোজেন্ ইয়াকিমোর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে ইয়াকিমোর হস্তের ঐ আঙ্গুটী উনি কোথায় পাইলেন রাজা উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়া দেন, ইহাই আমার প্রার্থনা, আমার আর অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই।

রাজার আদেশে ও দণ্ড ভয়ে ইয়াকিমো একে একে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পস্থুমসের সহিত পণ রাখিয়া ইমোজেনের হস্ত হইতে সোণার বালা অপহরণ ইত্যাদি কোন কথাই গোপন করিলেন না।

এই সকল শ্রবণ করিয়া পস্থুমসের প্রাণে যাহা হইল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের ন্যায় রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, “হায়! হায়! আমি কি পাষণ্ড;

নিরপরাধে [illegible] আমি বধ করাইলাম। ইমোজেন! ইমোজেন্! আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তুমি কোথায়? তোমায় হারাইয়া আমার কি দশা হইয়াছে দেখিয়া যাও!”

ইমোজেন্ স্বামীর এই কাতর-করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহার ইমোজেন্—তাঁহার দাসী মরে নাই। পস্‌থুমস্ বিস্ময়ে, আনন্দে গদগদ হইয়া ইমোজেনের হাত ধরিলেন—একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। অনুতাপ ও হর্ষের মিলিত বেগ বাঁধ ছাপান নদীর মত অবিশ্রান্তধারে অশ্রুধারা ঢালিতে লাগিল।

হারান ইমোজেন্‌কে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজারও আনন্দের সীমা রহিল না। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে পস্‌থুমসের প্রাণদান করিয়া তাঁহাকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ কবিলেন।

এই সময় বিলারিয়স্ সুযোগ বুঝিয়া রাজার অপহৃত দুই পুত্রের পরিচয় দিলেন; এবং কি কারণেই বা উহাদিগকে চুরি করিয়াছিলেন, সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন।

আনন্দে বিহ্বল হইয়া রাজা তন্মুহুর্ত্তেই পুত্র দুইটিকে তাঁহার পার্শ্বে ডাকিয়া সস্নেহে তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন। তাহার পর তিনি বৃদ্ধ বিলারিয়স্‌কে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

আজিকার অপরিমেয় আনন্দে তিনি দুঃখের কথা একেবারেই ভুলিয়াগিয়াছিলেন। তাঁহার সোণারচাঁদ দুই পুত্র—যাহাদিগের আশা তিনি জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—তাহারাই বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণ এবং রাজ্য রক্ষা করিয়াছে, একি কম আনন্দের কথা!

ইমোজেন্‌ তাঁহার প্রভু লুসিয়স্‌কে ভুলেন নাই। তিনি এখন অনায়াসেই পিতার নিকট হইতে তাঁহার ক্ষমা মাগিয়া লইলেন। পরে এই রোম সেনাপতি মধ্যস্থ হইয়া রোমীয়-দিগের সহিত বৃটনদিগের সন্ধি করিয়া দিলেন।

আনন্দভরে রাজা একে একে সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, ইয়াকিমোও ক্ষমালাভে বঞ্চিত হইল না।

সিম্বেলিনের দুষ্টা রাণীর উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছিল। পরের মন্দ করিতে গেলে নিজের মন্দই আগে হইয়া থাকে। তাঁহার পুত্র ক্লটন্‌—যাহার জন্য তিনি সপত্নী কন্যা ইমোজেনের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে একজনের সহিত বিবাদ করিয়া সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। একে রাণীর সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল, তাহার উপর একমাত্র পুত্র হারা হইয়া দারুণ শোকে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা লিয়র।

পূরাকালে ইংলণ্ড দেশে লিয়র নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার তিনটি কন্যা ছিল, পুত্র সন্তান ছিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিল্ আল্‌বেনির ডিয়ুকের পত্নী, মধ্যমা রিগন্ করন্‌ওয়ালের ডিয়ুকের পত্নী ; কেবল কনিষ্ঠা কর্ডিলিয়ার বিবাহ হয় নাই। কর্ডিলিয়ার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য তখনকার প্রথানুসারে ফরাসী ও বর্গাণ্ডির ডিয়ুকদ্বয় আসিয়া রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে কর্ডিলিয়া যাঁহাকে মনোনীত করি-বেন তাঁহারই সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

রাজা বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেজন্য উপযুক্ত পাত্রে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আপনি অবসর লইবার ইচ্ছা করিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার তিন কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাস ? তোমাদের ভালবাসার অনুপাতে আমি তোমাদিগকে আমার রাজ্য বিভাগ করিয়া দিব।"

জ্যেষ্ঠা গনেরিল্ রাজার এই কথা শুনিয়া বলিল, "বাবা, আমি আপনাকে যে কত ভালবাসি তাহা মুখে আর কি বলিব? প্রাণের কথা মুখের ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে আপনি আমার চক্ষু অপেক্ষাও প্রিয়, জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান; আপনার তুলনায় জগতের যাবতীয় পদার্থ আমার নিকট কিছুই নয়।" এইরূপ সে কত কথাই বলিল—প্রাণে যত হউক বা না হউক মুখে যে বলিতে জানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিল। রাজা কন্যার মুখ নিঃসৃত ঐ অমৃত-মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়া বলিলেন, গনেরিল্ আমার বিশাল রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করিবে।

তাহার পর লিয়র তাঁহার মধ্যমা কন্যা রিগনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিরা তাহার দিদির উপর এক মাত্রা চড়াইয়া নিজের ভালবাসা জ্ঞাপন করিল। বৃদ্ধ রাজা শুনিয়া নিতান্তই মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এরূপ পিতৃভক্ত সন্তান লাভ জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তিনি রিগন্‌কে সস্নেহে আশী-র্ব্বাদ করিয়া তাহাকেও গনেরিলের ন্যায় অপর এক-তৃতীয়াংশ দান করিবেন অঙ্গীকার করিলেন।

সর্ব্বশেষে রাজা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়ার মুখেও

তাহার ভগ্নীদিগের মত অমৃতবর্ষী বাক্য শ্রবণ করিবার আশায় তাহাকেও পূর্ব্বের মত প্রশ্ন করিলেন। সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া লিয়র কর্ডিলিয়াকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, তাই ভাবিয়াছিলেন কর্ডিলিয়া না জানি কত ভালবাসাই জানাইবে। কিন্তু তিনি সে আশায় নিরাশ হইলেন। কর্ডিলিয়া তাহার ভগ্নীদিগের কপট চাটুবাক্যে অতিশয় বিরক্ত হইয়া রাজাকে বলিল, "বাবা, আমি আপনার কন্যা; কন্যার যতটুকু কর্ত্তব্য আমি আপনাকে ততটুকু ভালবাসি, পরিমাণ জানি না।"

লিয়র তাঁহার প্রাণাধিক কনিষ্ঠা কন্যার এই অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কহিলেন, "তোমার মুখে এ কি কথা, কর্ডিলিয়া? কি বলিতেছ ভাবিয়া দেখ; এখনও বুঝিয়া কথা কও, নতুবা আমার অগাধ সম্পত্তি হইতে তুমি একেবারে বঞ্চিত হইবে।"

কর্ডিলিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল, "বাবা, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা, সকলের অপেক্ষা আমাকেই অধিক স্নেহ করেন। আমিও সেইমত আপনাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, এবং আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করি। কিন্তু আমার প্রাণে যাহা নাই আমার ভগ্নীদিগের মত কপটতা করিয়া আমি মুখে তাহা বলিতে পারিব না—বলিতে পারিব না যে জগতে আপনি ব্যতীত আমি অন্য কাহাকেও ভালবাসি না বা বাসিব না।

আমার ভগ্নীরা কি তাঁহাদিগের স্বামীকে ভালবাসেন না ? অবশ্যই বাসেন। আর আমার যখন বিবাহ হইবে, তখন আমাকেও আমার ষোল আনা ভালবাসার অর্দ্ধেক অংশ আমার স্বামীকে দিতে হইবে। তিনি আমার সকল ভার লইবেন, আর আমি তাঁহাকে ভালবাসিব না ?"

কর্ডিলিয়া তাহার পিতাকে যথার্থই বড় ভালবাসিত—তাহার ভগ্নীরা মৌখিক যতটা ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছিল সে আন্তরিক ততটা ভালবাসিত। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না—বলিতেও চাহিল না। তাহার ভগ্নীদিগের কপটা-চরণে ঘৃণায়, লজ্জায় মনে করিল পিতাকে ভালবাসি তাহা আবার মুখে বলিয়া জানাইব কি ?

বৃদ্ধ লিয়র কিন্তু একথা বুঝিলেন না। অতি বার্দ্ধক্যে তিনি বালকের মত বিচার-বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন কথাটি সত্য, কোন কথাটি মিথ্যা চাটুবাক্য ; কোন কথাটি মৌখিক ও কোন কথাটি আন্তরিক, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, কর্ডিলিয়া বড় দাম্ভিক, তাই দম্ভ করিয়া ঐরূপ কহিল। তখন ক্রোধভরে তিনি তাঁহার রাজ্যের অবশিষ্টাংশ গনেরিল ও রিগন্‌কে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহার পর উহাদিগের দুই স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদিগকে রাজমুকুট অর্পণ করিয়া দুইজনকেই সমভাবে

রাজ্যের অধিকার ও শাসনভার দিয়া নিজে নামে মাত্র রাজা রহিলেন। কেবল তিনি একশত বীরপুরুষ সঙ্গে লইয়া এক মাস করিয়া পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের গৃহে বাস করিবেন এই বন্দোবস্ত করিলেন।

রাজার অকস্মাৎ এই অন্যায় রাজ্যবিভাগে তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদ্‌বর্গ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন—কেহ কেহ বা দুঃখিত হইলেন। তিনি যে ক্রোধের বশে ঐরূপ করিয়াছেন একথা সকলেই বুঝিলেন, রাজসমীপে তাঁহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। তাঁহার এক মন্ত্রী, কেণ্ট্ রাজাকে আপন পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন, ভালবাসিতেন এবং অবিচারে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিতেন। তিনি লিয়রের এই অযথা রাজ্যবিভাগে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজার নিকট গিয়া কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়ার সাপক্ষে যখন দুই এক কথা বলিতে গেলেন তখন লিয়র ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোমার কোন কথা আমি শুনিতে চাহি না। যদি মঙ্গল চাও ত আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও; আমি কাহাকেও পরামর্শ দিতে ডাকি নাই।"

কেণ্ট্ সেখান হইতে নড়িলেন না বা রাজার তিরস্কার বাক্যে ভীত হইলেন না। প্রভু যদি মতিভ্রান্ত হন—ভাল মন্দ বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যথেচ্ছাচার করিতে দেওয়া

বিষয়ে ভৃত্যের কোনক্রমে উচিত নয়, এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কথার উপর কথা বলি এমন সাধ্য আমার নাই। ইচ্ছা করিলে আপনি আমাকে যথেচ্ছা দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু আজ আপনার, রাজ্যের এবং প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য আমাকে কয়েকটি কথা বলিতে দিন। অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর বিষয়ে আপনি আমার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাই বলি আপনি আপনার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যার কপট তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়া সরলা কর্ডিলিয়াকে বিষয়চ্যুত করিবেন না। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে যদি আপনার কোন কন্যা আপনাকে যথার্থ ভালবাসে সে—কর্ডিলিয়া। ঘট পূর্ণ হইলে যেমন তাহার ধ্বনি থাকে না, তেমনি কর্ডিলিয়ার হৃদয় আপনার ভক্তি ও ভালবাসায় পূর্ণ, তাই তাহার মুখে কোনও বড়াই নাই। আপনি সুবিচারক, আমার কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনি আমার প্রভু—আমি চিরদিনই আপনার ভৃত্য; হিত কথা বলিতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহার জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি।"

রাজা কেণ্টের কথার হিতার্থ বুঝিতে পারিলেন না, বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন তাহার চিকিৎসককে মারিয়া বসে, তেমনি ক্রোধোন্মত্ত লিয়র তাঁহার এই পরম হিতৈষীকে নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা দিলেন।

বলিলেন, পাঁচ দিনের মধ্যে তোমাকে এরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড করিব। রাজার এই নির্ম্মম বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া কেণ্ট্ বলিলেন, "আপনি আমায় নির্ব্বাসিত করিলেন, করুন, কিন্তু আমি আবারও বলিয়া যাই-তেছি—রাজা আপনি, বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি কর্ডিলিয়ার প্রতি মনে মনে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া পাঁচ দিনের মধ্যেই রাজার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরে লিয়র ফরাসী ও বারগণ্ডির ডিয়ুকদ্বয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "কর্ডিলিয়াকে আমি কিছুই দিব না। যদি কেবল রূপ দেখিয়া আপনারা কেহ উহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।" বার-গণ্ডির ডিয়ুক নিঃসম্বল কর্ডিলিয়াকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। কিন্তু ফরাসীর ডিয়ুক অর্থ-সম্পত্তিকে উপেক্ষা করিয়া কর্ডিলিয়ার গুণে আকৃষ্ট হইলেন, এবং নিতান্ত অযথা কারণে সে পিতার বিরাগভাজন হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে কর্ডিলিয়ার গুণকে মহামূল্য যৌতুক স্বরূপ স্বীকার করিয়া তিনি সেই দিনই কর্ডি-লিয়াকে আপন রাজ্যে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কর্ডিলিয়া যাইতে সম্মত হইল। যাত্রাকালে পিতার নিকট

হইতে বিদায় লইতে গিয়া তাঁহার পার্শ্বে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিনয় সহকারে বলিল, "বাবা, আপনি রাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে আপনার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" রাজা কোনও কথা কহিলেন না। তাহার পর ভগ্নীদিগের নিকট গিয়া যখন বলিল, 'তোমরা কথায় যেমন বলিয়াছ বাবাকে কত ভালবাস, কাজেও তেমনি করিও,' তখন তাহারা গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "তোমায় আর আমাদের কিছু শিখাইতে হইবে না। যিনি তোমায় দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার মনোরঞ্জন কর গিয়া।"

কর্ডিলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলে এক মাসের মধ্যেই তাহার ভগ্নীরা আপন আপন স্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।

রাজার বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রথম মাসেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিলের গৃহে বাস করিয়া বুঝিলেন,—কথায় ও কার্য্যে কত প্রভেদ। গনেরিল্ পিতার নিকট হইতে যথা সর্ব্বস্ব—এমন কি রাজমুকুট পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াও অবশেষে তাঁহার যে যৎসামান্য রাজশক্তিটুকু লইয়া তিনি কেবল নামে আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করিতেন—সেটুকু হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিল। রাজা একশত সৈনিক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন, ইহা তাহার সহ্য হয় না। এইজন্য গনেরিল্ রাজার নিকটে আসিত না, তাঁহার মুখদর্শনও করিত না। দৈবাৎ তাঁহার সহিত কখনও

চোখোচোখি হইলে ভ্রূকুটী করিয়া তথা হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত।

গনেরিল্ আপনি তাহার পিতার প্রতি উক্তরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার কর্ম্মচারীগণও তাহার পরামর্শে রাজার কাজকর্ম্মে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা কোনও আদেশ করিলে সে আদেশ তাহারা শুনিয়াও শুনিত না, অথবা অগ্রাহ্য করিয়া পালন করিত না। লিয়র তাহার কন্যার এই সকল দুর্ব্যবহার স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, কিন্তু দেখিয়াও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না; নির্ব্বাক হইয়া সকল অবমাননা সহ্য করিতেন।

লিয়রের একান্ত অনুগত বিশ্বাসী কেণ্ট্ নির্ব্বাসিত হইয়াও বৃদ্ধ রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি কিছুদিন সঙ্গোপনে লুকায়িত থাকিয়া অবশেষে কেয়স্ নাম ধারণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে অযাচিত ভাবে লিয়রের ভৃত্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট রহিলেন। রাজা সেই ভৃত্যবেশী কেণ্টের আনুগত্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে তাঁহার নিত্য পার্শ্বচর করিয়া রাখিলেন। এই কেয়সের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছিলেন, সে স্পষ্টবক্তা। পূর্ব্বে হইলে রাজা হয়ত তাহার স্পষ্ট বাক্যকে ঔদ্ধত্য মনে করিয়া তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন, কিন্তু এখন তাঁহার স্পষ্টবাক্য রাজার প্রীতিকর হইতে লাগিল। মধুর চাটুবাক্যে

তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল—রূঢ় [illegible] এখন তাঁহার ভাল লাগে।

কেণ্ট্ ভৃত্যরূপে নাম ভাঁড়াইয়া রাজার প্রতি প্রভুভক্তি এবং অনুরাগের পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। একদিন গনেরিলের একজন মধ্যপদস্থ কর্ম্মচারী রাজার মুখের উপর অপমান সূচক কথা বলায় বলিষ্ঠ কেয়স্ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া নিমেষ মধ্যে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া তাহাকে নিকটস্থ এক নালায় নিক্ষেপ করিল। রাজা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ; মনে মনে বলিলেন, "এ আমার ভৃত্য, না বন্ধু!"

কেণ্ট্ ব্যতীত লিয়রের আর একজন হাস্যামোদ প্রিয় ও কৌতুক-রসিক সুহৃদ ছিলেন। তিনি তাঁহার বিদূষক। তৎকালে প্রায় সকল রাজারই ঐরূপ একজন করিয়া পার্শ্বচর থাকিতেন ; রাজা অবসরে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতেন। ঐ বিদূষকও লিয়রকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তাঁহাকে একটু বিমর্ষ দেখিলে তিনি নানারূপ মনোমুগ্ধকর গল্প করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতেন। আবার কখন কখন কন্যাদিগের হস্তে সর্ব্বস্ব দিয়া তিনি কত ভুল করিয়াছেন এই বিষয়ে কবিতাচ্ছলে নিম্নলিখিত ভাষায় বলিতেন :—

স্বেচ্ছায় বিলালে রাজা সব রাজ্য ধন,
শুনি' শুধু প্রিয় ঝুটো মুখের বচন।

এখন বসিয়া বৃথা কি কর চিন্তন ?

হায় ! হায় ! রাজার এ বিচার কেমন !

উক্তরূপ কবিতা ও সঙ্গীতের ছলে তিনি প্রায়ই অর্দ্ধ হাস্য-গম্ভীর স্বরে নির্ব্বোধ রাজাকে ভৎসনা করিতেন। আবার গনেরিল্‌কে নিকটে দেখিতে পাইলে তাঁহাকে শুনাইয়া ছড়া কাটিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিতেন, "কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজী। রাজা এখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া কন্যাদিগের অধীন হইয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে সকল বিষয়ে পরাধীনের মত উহাদিগের যথেচ্ছাচার সহিয়া থাকিতে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?" গনেরিল্‌ ইত্যাকার স্পর্দ্ধার ব্যঙ্গবচনে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন; দুই একদিন এই অসংযত বাক্যের প্রতিফল স্বরূপ তাঁহাকে দণ্ড দিবারও ভয় দেখাইয়াছিলেন।

গনেরিলের দৃষ্টি কেবল রাজার ঐ একশত সৈন্যের দিকে। সে এক দিন আর থাকিতে না পারিয়া রাজাকে বলিল, "বাবা, আপনার অত দেহরক্ষী সৈন্যের ব্যয় আমি আর চালাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অকারণ অত সৈন্যসামন্তের আপনার কি প্রয়োজন ? আপনি নিজে যেমন বৃদ্ধ হইয়াছেন সেইমত কয়েক জন বৃদ্ধ পরিচারক আপনার নিকটে রাখুন, তাহা হইলেই আপনার চলিয়া যাইবে।"

রাজা নিজ কর্ণে গনেরিলের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া

বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিলেন। গনেরিলের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি উহার অন্তরের কথা সকলই বুঝিতে পারিলেন। এতদিনে তাঁহার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তথাচ তিনি একবার ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমার সৈন্যসামন্ত আমি কি জন্য ত্যাগ করিব ? তুমি এ অন্যায় কথা বলিলে চলিবে কেন ?" কিন্তু গনেরিল্ কিছুতেই তাহা শুনিল না দেখিয়া অকস্মাৎ ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে বলিলেন, "তুই পাপিষ্ঠা ! তোর গৃহে আমি আর জলগ্রহণ করিব না। আমি এখনই আমার একশত সৈন্য লইয়া রিগনের নিকট চলিয়া যাইব। তুই আমার মেয়ে, না রাক্ষসী ! আমি এই অভিসম্পাৎ করিতেছি, তোর যেন সন্তানের মুখ দেখিতে না হয়। যদিই বা সন্তান হয় তাহা হইলে তুই যেমন আমার সহিত ব্যবহার করিলি, তাহারাও যেন তোর সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে। তখন বুঝিবি সন্তানের দুর্ব্যবহার পিতা-মাতার প্রাণে কেমন শেলের মত বাজে।" এই কথা বলিয়া রাজা অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রিগনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে কর্ডিলিয়ার কথা মনে করিয়া তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হায় ! হায় ! তাঁহার প্রাণপ্রিয় একান্ত অনুগত কর্ডিলিয়ার প্রতি অবিচারের জন্যই কি গনেরিল বুড়া বয়সে আজ তাঁহাকে কাঁদাইল !

লিয়র অবিলম্বে এক পত্র সহ তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য কেয়স্‌কে

রিগনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লিখিলেন, আমার সৈন্যগণ লইয়া আমি তোমার গৃহে যাইতেছি ; তোমরা এখনই আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। কিন্তু ধূর্ত্ত গনেরিল্ তৎপূর্ব্বেই দূতদ্বারা রিগন্‌কে পত্র লিখিয়া রাজার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে তুমি যেন তোমার গৃহে রাজার একশত সৈন্যকে স্থান দিও না। ঘটনাক্রমে গনেরিলের ও রাজার পত্রবাহক দুই জনে এক সময়েই রিগনের প্রাসাদ বাটীতে উপনীত হইয়াছিল। গনেরিলের পত্রবাহক কেয়সের পূর্ব্ব শত্রু ; লিয়রের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগের জন্য কেয়স্ ইহাকেই একটা নালায় ফেলিয়া দিয়াছিল। কেয়স্ তাঁহার আকার ইঙ্গিতে দুরভিসন্ধির আভাস বুঝিতে পারিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "এখানে কি অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে ?" সে বলপ্রয়োগে তাহার হাত ছাড়াইতে না পারিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিতে কেয়স্ ক্রোধে তাহাকে কয়েকটি সাংঘাতিক মুষ্টিপ্রহার করিল। এই কথা রিগন্ ও তাহার স্বামীর কর্ণ-গোচর হইলে তাহারা কেয়স্‌কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল—রাজার পত্র-বাহক বলিয়া ক্ষমা করিল না।

এই সময়ে রাজা রিগনের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য কেয়সের অনুসন্ধান করিয়া তাহার কারাদণ্ডের

কথা শুনিলেন। কি অপরাধে তাহার ঐ শাস্তি হইল জানিবার জন্য তিনি তাঁহার কন্যা ও জামাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজা আসিয়াছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনা দূরে থাক, তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেও তাহারা একবার দেখাও করিল না। মিথ্যা করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে গত কল্য সমস্ত রাত্রি ট্রেনে যাপন করিয়া আজ বড় ক্লান্ত হইয়াছে, এখন আসিতে পারিবে না। তখন রাজা অতিশয় বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা আমার সহিত দেখা করিতে না আসিলে আমিই তোমাদের নিকট যাইব। তখন তাহারা আর কি করিবে, নিরুপায় হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। তাহাদিগের সহিত আর একজন আসিল—তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিল্। গনেরিল্ পত্র পাঠাইয়া আপনিও রিগন্‌কে বলিতে আসিয়াছিল যে দোষ সমস্তই তাহার পিতার, তাহার কিছুই নয়। তিনি অকারণ তাহাকে গালিমন্দ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন—সে বা তাহার স্বামী কেহ কিছু বলে নাই।

গনেরিল্‌কে দেখিয়া রাজা যত না বিস্মিত হইলেন তাহার অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন। গনেরিলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে তোমার মুখ দেখাইতে লজ্জা করে না?" গনেরিল্ রিগন্‌কে যেমন শিখাইয়া রাখিয়াছিল তদনুযায়ী সে বলিল, "বাবা, আমি বলি আপনি আপনার অর্দ্ধেক

সৈন্য লইয়া দিদির সহিত তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যান। আপনি অকারণ দিদিকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আপনি বৃদ্ধ হইয়া জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়াছেন, অতএব আপনার এখন আমাদিগের বুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিতে হইবে।” রাজা বালকের ন্যায় সরলভাবে বলিলেন, “না, আমি গনেরিলের গৃহে আর যাইব না। একবার যখন চলিয়া আসিয়াছি তখন বাপ হইয়া কেমন করিয়া কন্যার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উদরান্ন ভিক্ষা করিতে যাইব? আমি এত হীনতা স্বীকার করিয়া কখনই উহার নিকট থাকিতে পারিব না। আমি তোমার নিকট আসিয়াছি—আমার একশত সৈন্য লইয়া আমি তোমার নিকটই থাকিব। আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব আমি তোমায় দান করিয়াছি, তুমি আমার রক্ষিগণের ভরণ-পোষণ করিতে পারিবে না? তুমি ত গনেরিলের মত নও, তোমার হৃদয়ে দয়া-মায়া আছে। যদি অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া আমায় গনেরিলের গৃহে থাকিতে হয়, তাহার অপেক্ষা ফরাসীতে গিয়া আমার কনিষ্ঠ জামাতার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন মাগিয়া লওয়া ভাল।”

বৃদ্ধ রাজা সত্য সত্যই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে রিগানও তাঁহার সহিত গনেরিলের মত ব্যবহার করিবে। পিতার কথার উত্তরে তাহার দিদির অপেক্ষাও দুর্ব্যবহারের মাত্রাটা কিছু বাড়াইয়া দিয়া বলিল, “আপনি একশত সৈন্যের কথা কি

বলিতেছেন, আমি পঞ্চাশজনেরও ব্যয়ভার লইতে পারিব না। তবে পঁচিশজন হয় ত রাখিতে পারি—আর তাহাই আপনার যথেষ্ট।" রিগনের এই কথায় লিয়র বিস্ময়ে ও মর্ম্মপীড়ায় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে ভগ্ন হৃদয়ে একবার রিগনের পানে এবং একবার গনেরিলের পানে চাহিয়া অবশেষে বালকের মত গনেরিল্‌কে বলিলেন, "গনেরিল্‌, আমি তোমার গৃহেই যাই চল। তুমি যখন আমার পঞ্চাশজন সৈনিকের ভরণ পোষণে সম্মত তখন হিসাবমত তুমি আমাকে রিগনের দ্বিগুণ ভালবাস।" কিন্তু কঠিন-হৃদয় নীচমনা গনেরিল্‌ সুযোগ পাইয়া তখন বলিল, "পঁচিশজন হউক বা দুই পাঁচজনই হউক, আমার বিবেচনায় আপনার দেহরক্ষী সৈনিকের কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি যখন যাহার গৃহে থাকিবেন আমাদের ভৃত্যেরা আপনার প্রয়োজন মত অনুচর্য্যা করিবে।"

লিয়র দেখিলেন তাঁহার দুই কন্যাই সমান অকৃতজ্ঞ, সমান নিষ্ঠুর; দুইজনের হৃদয়ই বুঝি এক ছাঁচে ঢালা। ইহাদিগের কাহারও নিকট থাকিলে তাঁহার রাজকীয় কোন চিহ্নই থাকিবে না, একে একে ইহারা সবই কাড়িয়া লইবে। সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা একমাত্র সুখ না হইলেও রাজা হইতে একেবারে ভিখারী হওয়া বড় ভীষণ পরিবর্ত্তন। হায়! যিনি সমগ্র ইংলণ্ডের রাজা—লক্ষ লক্ষ সৈনিকের প্রভু, তাঁহার

একজন সৈনিকও থাকিবে না! যাহাদিগের হস্তে তিনি যাচিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্য তুলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রাণপ্রিয় কন্যারাই আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা করিল ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ক্রোধে, ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "পাপীয়সি! আমার সহিত তোদের এই ব্যবহার! আচ্ছা, আমি ইহার এমন প্রতিশোধ লইব যে জগতে তাহা এক ভীষণ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া থাকিবে।"

উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তিনি এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে, তাঁহার ক্ষীণ বাহুতে যাহা সম্ভবে না এমন কত প্রতিশোধের আস্ফালন করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অকস্মাৎ ঘনঘটা করিয়া প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল, এবং মেঘ-গর্জ্জনসহ মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃদ্ধ পিতার ভর্ৎসনা বাক্যে কন্যাদিগের মনে ক্রোধ ও অভিমান ব্যতীত কিছুমাত্র লজ্জা বা দুঃখ হইল না; তাহাদিগের মুখে ঐ এক কথা— রাজার সৈনিক আমরা একটিও রাখিতে পারিব না।

লিয়র ঘৃণায় আর কোন কথা না বলিয়া সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে সেই রাত্রেই রিগনের প্রাসাদ বাটী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। গুণবতী কন্যারা একবার মুখের কথায়ও বলিল না, "ঝড় জলে এ রাত্রে কোথায় যাইবেন?" তিনি

বাটীর বাহির হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহারা বলিল, "যিনি আপন ইচ্ছায় দুঃখ পাইবেন তাঁহার দুঃখ পাওয়াই ভাল।"

ঝড়-বৃষ্টি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাজা, তাঁহার কন্যাদিগের দুর্ব্যবহার জনিত দারুণ মনকষ্টের তুলনায় দুর্য্যোগ ক্লেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই ঝড়বৃষ্টিতেই চলিয়া গেলেন। সম্মুখে দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বৃষ্টিতে একটু আশ্রয় লইবার মত একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। রজনী ঘনতিমিরাচ্ছন্ন, পথ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঝটিকার তর্জ্জন, মেঘের গর্জ্জন ও বর্ষণ—কিছুতেই রাজার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রভঞ্জনকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "পবন, তুমি ধরিত্রীকে উড়াইয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর, অথবা সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দাও। সৃষ্টি রসাতলে যাউক—অকৃতজ্ঞ মানবের ধ্বংস সাধন হউক।"

রাজাকে একে একে সকলেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, কেবল একমাত্র সঙ্গী ছিলেন তাঁহার সেই বিদূষক। তিনি তখনও হাস্যোদ্দীপক ছড়া ও গল্প বলিয়া রাজাকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লিয়র একাকী ইঁহার সহিত চলিয়াছেন এমন সময়ে কেণ্ট্‌ রাণী ছদ্মবেশী কেণ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কেণ্ট্‌ এতক্ষণ গোপনে তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছিল, এক্ষণে

নিকটে আসিয়া নতশিরে কহিল, "মহারাজ, আপনি এ রাত্রে কোথায় চলিয়াছেন? এই ভীষণ দুর্যোগ—বনের পশুরাও আশ্রয় ছাড়িয়া বাহির হয় না, আর আপনি রাজা, তাহাতে বৃদ্ধ—আপনার কি এ সকল সহ্য হয়?" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "খুব সহ্য হয়, কেয়স্, খুব সহ্য হয়। যে দারুণ অনলে আমার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে তাহাতে এ সামান্য ঝড়-বৃষ্টি আমার কি করিবে? আমার ঔরসজাত সন্তান—যাহাদিগকে শিশুকাল হইতে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিয়া লালনপালন করিয়াছি—যাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়া সুখী করিয়াছি, তাহাদিগের জন্যই রাজা হইয়াও আজ আমি পথের ভিখারী! ইহার বড় কষ্ট আর কি হইতে পারে? প্রকৃতির তীব্র কষাঘাত বরং সহ্য হয়, সন্তানের দুর্ব্যবহার সহ্য হয় না।"

কেয়স্ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিকটস্থ একটা ভগ্ন কুটীরে লইয়া গেল। তাঁহারা ঐ কুটীরে প্রবেশ করিয়াই বিদূষক কি একটা দেখিয়া ভয়ে, "ভূ-উ-উ-ত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানা গেল যে বিদূষক যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ভূত-প্রেত নয়—একজন ভিক্ষুক। ঝড়-জলে সে ঐ স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার পরিধানে সামান্য এক কটি-বস্ত্র, গাত্রে একখানি শতছিন্ন কম্বল। রাজা

তাহার এই অর্দ্ধনগ্নাবস্থা দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, এই ভিখারীরও আমারই মত অবস্থা দেখিতেছি। এ-ও নিশ্চয়ই উহার সন্তানদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়া এই অবস্থায় পড়িয়াছে। ছেলে মেয়ে মন্দ না হইলে বাপের কখনও এমন দুর্দ্দশা হয় না।”

কেয়স্ রাজার এইরূপ উন্মাদের ন্যায় কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে তিনি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছেন। কেণ্ট্ মন্ত্রী হইয়াও তাঁহার বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, এক্ষণে সামান্য ছদ্মবেশী ভৃত্য হইয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র তিনি রাজার কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিককে ডোভরে তাঁহার আপন ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে আপনি ফরাসীতে কর্ডিলিয়ার নিকট গিয়া তাঁহার পিতার দুর্দ্দশা ও ভগ্নী-দিগের অত্যাচারের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। কর্ডিলিয়া শুনিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে তখনই তাহার স্বামীর নিকট গিয়া অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “মহারাজ, আমার বৃদ্ধ পিতার বড় বিপদ। আমার ভগ্নীরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া তাঁহাকে বাটির বাহির করিয়া দিয়াছেন। ঐ ভগ্নীদিগকে এবং উহাদিগের স্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্য আমি সসৈন্যে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে ইচ্ছা করি। পিতার রাজ্য উহাদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইয়া তবে আমি ফিরিব।”

কর্ডিলিয়ার স্বামী কর্ডিলিয়ার মতই উদার। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া উপযুক্ত সৈন্যবল দিয়া কর্ডিলিয়াকে পাঠাইয়া দিলেন। কর্ডিলিয়া ডোভর যাত্রা করিলেন।

কেণ্ট্ বিকৃত মস্তিষ্ক রাজাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্য কয়েকজন প্রহরীর প্রতি আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কর্ডিলিয়া যেদিন ডোভরের নিকটবর্ত্তী হইল, ঘটনাক্রমে সেইদিনই রাজা দৈবক্রমে একাকী পথে বাহির হইয়া পড়েন। কর্ডিলিয়ার সৈন্যেরা দেখিল যে রাজা আগাছা ও লতাপাতার এক মুকুট মাথায় দিয়া মাঠের ধারে চীৎকার করিয়া গান করিয়া বেড়াইতে-ছেন। পিতার এই শোচনীয় অবস্থা কর্ডিলিয়ার নয়নগোচর হইলে সে শোকে অধীর হইয়া পড়িল। রাজার সহিত কথা কহিবার জন্য উতলা হওয়ায় কয়েকজন বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "অগ্রে আমরা চিকিৎসা করিয়া রাজার মস্তিষ্ক বিকার আরোগ্য করি, পরে আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" কর্ডিলিয়া রাজার আরোগ্য কল্পে বহু অর্থ পুরস্কার অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহাদিগের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া রাজা অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন।

দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর পিতার সহিত কন্যার সাক্ষাৎ হইল। বহুকাল পরে কর্ডিলিয়াকে দেখিয়া রাজা আনন্দে

গদগদ হইলেন, কন্যার পিতৃভক্তির অদ্ভুত পরিচয় পাইয়া, নিজকৃত অন্যায় ব্যবহার স্মরণে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন। এই লজ্জা মিশ্রিত আনন্দের উত্তালতরঙ্গ তাঁহার হৃদয়কে এরূপ আলোড়িত করিয়া তুলিল যে তিনি তাঁহার মস্তিষ্কের অর্দ্ধবিকৃতাবস্থায় বুঝিতে পারিলেন না তিনি কোথায় রহিয়াছেন, এবং কে-ইবা এমন বিনয় মধুর বাক্যে তাঁহার জ্বালাময় হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়া দিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে রাজা নিকটে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনারা যদি কেহ কিছু মনে না করেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, আমার কন্যা কর্ডিলিয়া কি এই? পিতা হইয়া এই দেবচরিত্র কন্যাকেই কি আমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম? আমি আজ তাহার নিকট ক্ষমা চাহিব।" কর্ডিলিয়া শুনিবামাত্র জানু পাতিয়া পিতার হাত ধরিয়া কহিল, "ছি, বাবা! ও কথা বলিয়া আমার অকল্যাণ করিবেন না। আমি যে আপনার সেই আদরের কর্ডিলিয়া? আপনি পিতা, আমার গুরু; আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

এই কথা বলিয়া কর্ডিলিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত তাহার পিতাকে চুম্বন করিল। কন্যার সস্নেহ চুম্বনে তাঁহার সকল জ্বালা যেন নিমেষ মধ্যে জুড়াইয়া গেল। তাহার পর কর্ডিলিয়া তাহার ভগ্নীদিগের নৃশংসতার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া পিতাকে

বলিল, "আমি সংবাদ পাইয়াই ফরাসী হইতে আপনার সাহায্যার্থে বহু সৈন্য লইয়া আসিয়াছি। আপনার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া আমি তবে স্বামী গৃহে ফিরিব, সেজন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই।" রাজার চক্ষে জল আসিল। তিনি যতই কর্ডিলিয়ার ঐরূপ ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় পান, তাঁহার হৃদয় ততই অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মা আমি বৃদ্ধ হইয়া সদসৎ বিচার শক্তিহীন হইয়াছি, তাই তোমায় এতদিন চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার পূর্ব্ব-ব্যবহার ভুলিয়া যাও, মা।" আদর্শ কন্যা কর্ডিলিয়া যথোপযুক্ত প্রবোধবাক্যে পিতাকে সান্ত্বনা করিল। বৃদ্ধ লিয়র কর্ডিলিয়ার গৃহে পরম যত্নে ও আদরে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন।

রাজার সেই দুর্ব্বৃত্ত কন্যাদ্বয় তাহাদিগের পিতার নিকট কৃতঘ্ন হইয়াই যে ক্ষান্ত হইল তাহা নহে, অবশেষে তাহাদের স্বামীদিগকেও প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিল। প্রকাশ্যভাবে কিছুদিন অনন্যহৃদয় পতিপ্রাণতার পরিচয় দিয়া গোপনে উভয়েই এক আর্লের পুত্র এড্‌মণ্ড্‌কে ভালবাসিল। ঐ আর্লের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এড্‌গার তাঁহার জমিদারী প্রাপ্ত হইলে কনিষ্ঠ এড্‌মণ্ড্‌ নানাপ্রকার কূট চক্রান্ত দ্বারা

জ্যেষ্ঠ এড্‌গরকে বঞ্চনা করিয়া আপনি সমস্ত জমিদারী দখল করেন।

এই সময় করন্‌ওয়ালের ডিয়ুক রিগনের স্বামী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। স্বামী—কণ্টক দূর হইল দেখিয়া রিগন্ প্রকাশ্যে এড্‌মণ্ড্‌কে বিবাহ করিতে চাহিল। গনেরিল্ শুনিয়া হিংসায় তাহার ভগ্নীকে বিষপ্রয়োগ করিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশ করিল। এই কথা গনেরিলের স্বামীর কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহার দুকর্ম্মের শাস্তিবিধান করিবার জন্য গনেরিল্‌কে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। গনেরিল্ নিজ অভীষ্ট সাধনে হতাশ্বাস হইয়া সেই আক্ষেপে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজকন্যাদ্বয়ের মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং তৎসঙ্গে কর্ডিলিয়ার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ডিলিয়ার পরিণামের কথা ভাবিলে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার সম্বন্ধে লোকের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অনুযায়ী অনেক ভাল লোকেও যে মহা দুঃখ পায়, তাহা আমরা কখন কখন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কর্ডিলিয়ারও বোধ হয় তাহাই হইল। গনেরিল্ এবং রিগন্ কর্ডিলিয়ার বিরুদ্ধে এড্‌মণ্ডের সহিত বহু-সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। সেই যুদ্ধে কর্ডিলিয়ার পরাজয় হয়, এবং ঐ দুষ্টমতি জমিদার কর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ

থাকিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে। কর্ডিলিয়াকে হারাইয়া রাজা শোকে পুনরায় পাগল হইলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

প্রভুভক্ত কেণ্ট্ লিয়রের অবশিষ্ট জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে কাছেই ছিলেন। রাজার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কেণ্ট্ একদিন আত্ম পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, আমিই আপনার নির্ব্বাসিত মন্ত্রী কেণ্ট্। কিন্তু মস্তিষ্ক বিকারে লিয়র তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার কথা বিশ্বাসও করেন নাই। শোকে তাপে রাজার মস্তিষ্ক একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য কেণ্ট্ ও সম্বন্ধে আর নিরর্থক চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনিও তাঁহার শোকে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

এডমণ্ড্ তাঁহার পাপের সমুচিত প্রতিফল পাইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এড্গর্ আপন ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে এড্মণ্ড্ পরাজিত ও নিহত হইলেন।

লিয়রের উত্তরাধিকারী কেহই ছিলেন না, সেজন্য গনেরিলের স্বামী (আল্বানির ডিয়ুক) ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

হ্যাম্‌লেট্‌।

অতি পুরাকালে ডেনমার্ক দেশে হ্যাম্‌লেট্‌ নামে এক অতি গুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন। ঐ রাজার অকস্মাৎ মৃত্যুর পর রাণী গরট্রুড্‌ দুই মাসের মধ্যেই রাজার কনিষ্ঠ সহোদর ক্লডিয়স্‌কে বিবাহ করিলেন। ক্লডিয়স্‌ দেখিতে যেমন কদাকার তাঁহার স্বভাবও তেমনি কদর্য্য; তত্রাচ রাণী তাঁহাকেই এত সত্বর বিবাহ করিলেন কেন, এ বিষয়ে লোকের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। অপ্রকাশ্যভাবে কেহ কেহ এমন কথাও বলিতে লাগিল যে হয়ত ক্লডিয়স্‌ হ্যাম্‌লেটের পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া আপনি রাজা হইবার জন্য গোপনে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন।

রাণীর এই বিবাহে রাজপুত্রের প্রাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত লাগিয়াছিল। একে তিনি পিতার শোকে মুহ্যমান তাহার উপর মাতার এইরূপ লজ্জাকর আচরণে তিনি দুঃখে ও লজ্জায় সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা বিরলে বিষণ্ন মনে থাকিতেন। পুস্তকাদি পাঠ বা বয়সোপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহার আর স্পৃহা রহিল না। সংসারে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। মনে হইল এই স্বার্থময় জগতে প্রকৃত ভালবাসা বুঝি নাই,

নহিলে তাঁহার মাতা দুইমাস যাইতে না যাইতে তাঁহার অমন গুণের স্বামীকে ভুলিয়া কেমন করিয়া পুনরায় বিবাহ করিলেন ?

এইরূপ চিন্তায় রাজপুত্র অহরহ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। পিতার মৃত্যুর দিবস হইতে তিনি যে শোক পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি যেদিন রাণীর বিবাহ হয়, সেই শুভদিনেও তিনি ঐ বেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই, এবং বিবাহের ভোজনে বা আমোদ-প্রমোদে যোগদানও করেন নাই।

রাজা হ্যাম্‌লেটের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে রাজপুত্রের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত ক্লডিয়স্ বলিয়াছিলেন যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু রাজপুত্রের মনে হইল যে এ সর্প খলস্বভাব ক্লডিয়স্ ভিন্ন আর কেহ নহে। কে বলিতে পারে ইনিই রাজসিংহাসনের লোভে তাঁহার পিতাকে বধ করিয়াছেন কি না ? তবে এ অনুমান কতদূর সত্য, এবং রাণীর অজ্ঞাতসারে এ কার্য্য হইয়াছে কি না তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

একদিন যুবরাজ হ্যাম্‌লেট্ শুনিলেন যে উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন মধ্যরাত্রে প্রহরীরা পাহারা দিবার সময় ঠিক রাজার মত কাহাকে প্রাসাদের সম্মুখে দরদালানে দেখিয়াছে। রাজা সমরযাত্রাকালে যেমন আপাদ মস্তক বর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করি-

তেন, তেমনি বর্ম্মদ্বারা ইহার সর্ব্বশরীর আবৃত। তাহার মুখাবয়ব মলিন ও শোক বিশুষ্ক। রাজপুত্রের প্রিয়বন্ধু হোরাসিও কয়রাত্রি এই ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিলেই বর্ম্মাবৃত হইয়া রাজার প্রেতমূর্ত্তি আভির্ভূত হয়।

রাজপুত্র তাঁহার প্রহরীগণ ও হোরাসিওর নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহার পিতার আকৃতি ও পরিচ্ছদের অদ্ভুত সাদৃশ্যে তিনি স্থির নিশ্চয় হইলেন যে তাহারা নিঃসন্দেহ রাজার প্রেতাত্মাই দর্শন করিয়াছে। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে হয়ত ঐ প্রেতাত্মার কিছু বিশেষ ব্যক্তব্য আছে, নতুবা প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আবির্ভূত হইবার কারণ কি ?

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজপুত্র নিশাগমের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রজনীর অন্ধকার হইবামাত্র তিনি প্রিয় বন্ধু হোরাসিও ও মারসেলাস্ নামে প্রধান প্রহরীর সহিত পূর্ব্বোক্ত দরদালানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেদিনকার রজনী অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ; কন্‌কনে বাতাস বহিতেছিল। কালক্ষেপের জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই গল্পে মন দিয়াছিলেন, সেজন্য সময়ের গতি কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী গির্জ্জায় বারটা

বাজিল। অমনি হোরাসিও সম্মুখে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—প্রেতমূর্ত্তি আসিতেছে।

হ্যাম্‌লেট্ দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার পিতার মূর্ত্তি। তিনি জীবনে কখনও প্রেতাত্মা দর্শন করেন নাই, সেজন্য তাঁহার বড় ভয় হইল। পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া তাঁহার প্রেতরূপী পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বোধ হইল যেন তিনি সকরুণ দৃষ্টিপাতে তাঁহার সহিত কথা কহিবার উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছেন। তখন আত্মহারা হইয়া রাজপুত্র কহিলেন, "পিতঃ, এ অদেহী অবস্থায় আপনি এখানে কেন? আপনার কি গতি হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে তবে কি করিলে আপনার গতি হয়, বলুন, আমি তাহাই করিব।" এই কথায় তিনি যুবরাজ হ্যাম্‌লেট্‌কে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার সহিত একটু দূরে নিভৃত স্থানে আসিতে বলিলেন। হ্যাম্‌লেট্ যাইবার উপক্রম করিলে হোরাসিও এবং প্রধান প্রহরী, মারসেলস্ উভয়ে নিষেধ করিলেন। তাঁহাদিগের আশঙ্কা হইল যে যদি কোনও দুষ্ট উপদেবতা ছলনা করিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে রাজপুত্রকে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিবে, অথবা বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অজ্ঞান করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু রাজপুত্র তাঁহাদিগের নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া প্রেতমূর্ত্তির পদানুসরণ করিয়া চলিলেন।

কিয়দ্দূর যাইলে পর প্রেতমূর্ত্তি আপন পরিচয় দিয়া কহিল, "বৎস, আমি রাজা হ্যাম্‌লেট্‌—তোমার পিতা। আমার আপন সহোদর ক্লডিয়স্‌ তোমাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য গোপনে আমাকে হত্যা করিয়াছে। আমার নিত্য অভ্যাস বশতঃ আমি যখন অপরাহ্নে আমার উদ্যান গৃহে নিদ্রিত ছিলাম তখন সে এই কর্ম্ম করিয়াছিল। যদি পিতা বলিয়া তোমার আমার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে তোমার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লও। তোমার জননীর কথা ভাবিলে আমার বড় কষ্ট হয়। উনি যে বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া গোপনে স্বামীহন্তাকেই বিবাহ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, তুমি তোমার মাতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যপালনে কখনও পরাঙ্মুখ হইও না। আমি যেরূপ আদেশ করিলাম সেইমত কার্য্য করিও।"

রাজপুত্র যখন শুনিলেন যে তাঁহার খুল্লতাত তাঁহার পিতৃহন্তা, তখন ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি আপন সম্মতি জানাইয়া প্রেতরূপী পিতাকে কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার সকল কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব।" প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইলে হ্যাম্‌লেট্‌ অতি গোপনে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ হোরাসিও এবং সৈনিক প্রধান মারসেলস্‌কে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন, এবং কহি-

লেন যে তাহারা যেন কাহাকেও কোনও কথা প্রকাশ না করে।

রাজপুত্র স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, সে কারণ বহু চেষ্টা সত্বেও প্রেত দর্শনের জন্য একটা উৎকট বিভীষিকা তাঁহার মনোমধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া কেমন চমকিয়া উঠিতেন, ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেন। কিন্তু আপনার দুর্ব্বলতা আপনি বুঝিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে তাঁহার এখন এই-রূপ পাগল সাজিয়া থাকাই ভাল, নচেৎ তাঁহার এই ভাবান্তর দর্শন করিয়া চতুর খুড়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের কথা সন্দেহ করিতে পারেন।

সেইদিন অবধি হ্যাম্‌লেট্‌ আপন পরিচ্ছদে, কথায় ও ব্যবহারে উম্মত্ততার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া রাজা ও রাণী তাঁহাকে পাগল ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে হয় ত কোন কামিনীর রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ঐ উম্মত্ততা হইয়া থাকিবে।

হ্যাম্‌লেটের পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি রাজার প্রধান মন্ত্রী পোলোনিয়সের কন্যা ওফিলিয়া নাম্নী এক সুন্দরী বালিকাকে ভালবাসিয়াছিলেন। হ্যাম্‌লেট্‌ তাঁহার আপন অঙ্গুরীয়

সহিত ওফিলিয়াকে শুদ্ধ এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাঠাইলেন, তুমি অতিশয় গুণবতী, আমি তোমাকে বিবাহ করিলে সুখী হইব। সরলা ওফিলিয়াও রাজপুত্রের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল ; সে অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিয়া আপন আন্তরিক অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে—বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া হ্যাম্‌লেট্‌ ওফিলিয়ার প্রতিও রুক্ষ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ভক্তিমতি, সরল-স্বভাবা ওফিলিয়া রাজপুত্রের এই বিপরীত ব্যবহারে কিছুমাত্র বিস্মিত বা দুঃখিত না হইয়া মনে করিল যে মস্তিষ্কের বিকারে তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেছেন, বিকার দূর হইলে তাঁহার আর ঐভাব থাকিবে না।

হ্যাম্‌লেট্‌ অতি কঠোর পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এ সময়ে এক বালিকার ভালবাসা হৃদয়ে স্থান দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। এ কথা তিনিও বুঝিতেন ; তত্রাচ ওফিলিয়ার চিন্তা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিত। ওফিলিয়ার সহিত তিনি কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাহাকে অনুনয় করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—তিনি ব্যবহারে নির্ম্মম হইতে পারেন, কিন্তু মনে মনে তাহাকে প্রকৃতই ভালবাসেন। পশ্চিম গগনে সূর্য্য উদয়ও যদি সম্ভব হয় তথাপি তাঁহার ভালবাসা কখনও বিচলিত হইবার নহে। সেই পত্র ওফিলিয়া কর্ত্তব্যবোধে

তাহার পিতাকে দেখাইল। পিতা আবার কি ভাবিয়া রাজা ও রাণীকে দেখাইলেন। তখন তাঁহারা হ্যাম্‌লেটের অর্দ্ধমস্তিষ্ক-বিকারের কারণ কি তাহা এক নিমেষে বুঝিয়া লইলেন।

এদিকে হ্যাম্‌লেট্ একদণ্ড সুস্থির হইতে পারিতেছিলেন না। কেমন করিয়া পিতার আদেশ পালন করিবেন দিবানিশি সেই চিন্তাই তাঁহার জপমালা হইল। এক একটি দিন যেন তাঁহার পক্ষে এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু রাজার বধসাধন করা বড় সহজ কথা নয়। তিনি সর্ব্বদাই প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে একাকী না পাইলে যুবরাজের ন্যায় নিরীহ ব্যক্তি কেমন করিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন? তিনি চিরকালই সুশীল এবং ধীর—তাঁহার নরহত্যার কথা ভাবিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। একবার হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হন, আবার নানা আশঙ্কা করিয়া সাতবার পিছাইয়া যান। আবার কখনও মনে হয় যে যদি কোন দুষ্ট উপদেবতা তাঁহার পিতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে অনর্থক তাঁহার দ্বারা নরহত্যা-রূপ এক মহাপাতক সাধিত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে তাঁহার এই সন্দেহ দূরীভূত না হইলে তিনি সহসা কোনও কার্য্য করিবেন না।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে রাজ বাটীতে এক দল অভিনেতা

আসিল। ইহারা ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার আসিয়াছিল। রাজপুত্র মুগ্ধের ন্যায় উহাদিগের অভিনয় বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন। বিশেষ একটি শোকোদ্দীপক পালা শুনিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাহাতে ট্রয়ের রাজা কেমন করিয়া মরিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুতে রাণী কিরূপ শোক করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা শুনিতে শুনিতে রাজপুত্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। যুবরাজ হ্যাম্‌লেট্‌ সেই পুরাতন নাট্য সম্প্রদায়ের আগমনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে রাজ সভায় উক্ত পালাটি অভিনয় করিতে আজ্ঞা করিলেন।

অনতিবিলম্বে পালা আরম্ভ হইল। যিনি প্রধান অভিনেতা তিনি অভিনয় করিতে করিতে এমনই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন যে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ও চক্ষে জল আসিতে লাগিল। বৃদ্ধ রাজার হত্যাকার্য্য, অগ্নি সহযোগে নগর ও নগরবাসীর ধ্বংসপ্রাপ্তি, রাজার শোকে উন্মাদিনী রাণীর বিলাপ, ইত্যাদির তিনি এরূপ জীবন্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন যে উপস্থিত দর্শক মাত্রেই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

রাজপুত্র নিতান্তই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে এক মিথ্যা অভিনয় করিতে গিয়া অভিনেতা ওরূপ আত্মহারা হইতে পারিল, আর আমি আমার পিতার হত্যা বৃত্তান্ত প্রকৃত জানিয়াও কেমন করিয়া উদাসীন হইয়া আছি!

রাজপুত্র অহরহ এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার এক অদ্ভুত ঘটনার কথা স্মরণ হইল। ঘটনাটি এই :—এক হত্যাকারী ব্যক্তি কোন নাট্যশালায় অভিনয় শুনিতে গিয়াছিল। শুনিতে শুনিতে দেখিল যে সে যে ঘটনাচক্রে যে ভাবে নরহত্যা করিয়াছিল অভিনয়েও অবিকল তাহাই দেখাইল। তাহার নিজ জীবনের সহিত এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার সাদৃশ্য দর্শনে সে এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল যে তীব্র অনুতাপে সে আপন অপরাধের কথা সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তাই হ্যাম্‌লেট্ ভাবিলেন যদি এই অভিনেতাগণ তাঁহার খুড়ার সমক্ষে তাঁহার পিতার হত্যাকাণ্ড এইরূপ অবিকল অভিনয় করে তাহা হইলে খুড়ার মুখের ভাব বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, হত্যাকারী তিনি কি না।

পালাটি এক রাজার গুপ্তহত্যা লইয়া ঠিক তাঁহার পিতার ন্যায়। ইহাতেও লুসিয়েনস্ নামে রাজার এক আত্মীয় তাঁহাকে তাঁহার বাগানে বিষ প্রয়োগ করেন, এবং পরে ইনিই ঐ বিধবা রাণীর পাণিগ্রহণ করেন।

অভিনয় আরম্ভ হইলে রাজা ও রাণী হ্যাম্‌লেট্ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দেখিতে আসিলেন। যুবরাজ রাজার নিকটেই বসিলেন। প্রথম দৃশ্যে রাজা এবং রাণীর সহিত কথোপকথন হইল। রাণী রাজার প্রতি অতিশয় অনুরাগ জানা-

ইয়া বলিতেছেন, "ভগবান না করুন, যদি তোমার কোন ভালমন্দ হয়, তাহা হইলে আমি কখনও আর বিবাহ করিব না। বিধবা হইয়া যে রমণী পুনরায় বিবাহ করে সে ব্যভিচারিণী—রাক্ষসী।"

এই সময় হ্যাম্‌লেট্‌ তাঁহার খুড়ার মুখাকৃতির বিবর্ণতা লক্ষ্য করিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন রাজা ও রাণী উভয়েই চঞ্চল হইয়াছেন। তাহার পর কয়েক দৃশ্য অভিনীত হইল। সেই অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ক্লডিয়স্‌ দেখিলেন যে রাজা তাঁহার উদ্যানে নিদ্রিত হইয়া আছেন, তাঁহার সেই পাষণ্ড আত্মীয় লুসিয়েনস্‌ চুপি চুপি আসিয়া তাঁহাকে বিষপ্রয়োগ করিতেছেন। রাজা আপন পৈশাচিক দুষ্কর্ম্মের অদ্ভুত সাদৃশ্য এই অভিনয়ে দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মস্তিষ্ক পীড়ার ভাণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। রাজা চলিয়া গেলে অভিনয়ও ভঙ্গ হইয়া গেল। রাজপুত্রের আর বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। প্রেতরূপী তাঁহার পিতা যে মিথ্যা বলেন নাই এক্ষণে তাঁহার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন তিনি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে না পারেন ততদিন অন্য কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দিবেন না।

এই সময়ে তাঁহার বিগত আচরণের জন্য ভৎর্সনা করিবার অভিপ্রায়ে রাজার অনুজ্ঞাক্রমে রাজমহিষী হ্যাম্‌লেটকে আপন কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কথা প্রসঙ্গে মাতার নিকট পুত্রের

গুপ্ত কথাও বাহির হইয়া যাইতে পারে এই ভাবিয়া রাজা তাঁহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য বৃদ্ধ মন্ত্রী পোলোনিয়স্‌কে রাণীর গৃহ-গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। পোলোনিয়স্ ঐরূপ কর্ম্মে বড় পটু ছিলেন; তিনি অবিলম্বে গিয়া রাণীর গবাক্ষের বহির্ভাগে লুক্কায়িত রহিলেন। হ্যাম্‌লেট্ মাতার গৃহে আসিলে রাণী বলিলেন, "দেখ হ্যামলেট, কয়েকটি কথা বলিবার জন্য আমি তোমাকে এখানে ডাকিয়াছি। কয়েকদিন হইতে তুমি অতিশয় নিন্দনীয় আচরণ করিতেছ। ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষ তোমার পিতা যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কেন, তোমার কি হইয়াছে?"

মাতার মুখে 'তোমার পিতা' এই কথা শুনিয়া হ্যাম্‌লেট্ ঘৃণায় এবং ক্রোধে অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। পিতৃহত্যাকারী সয়তান খুড়া তাঁহার পিতা! তাঁহার মাতা ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পিতার স্থান দিতে হইবে! তিনি ওষ্ঠ দংশন করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "মা, আমার পিতাও আপনার প্রতি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।"

মাতা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "কখনই না—তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন কেন?"

হ্যাম্‌লেট বলিলেন, "কেন, মনে বুঝিয়া দেখুন।"

এই কথায় রাগান্বিত হইয়া রাণী কহিলেন, "তুমি যে উত্তর

করিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি! জান, তুমি কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছ?"

হ্যাম্‌লেট্ নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন, "জানি, আপনি রাণী—আপনার স্বামীর সহোদরের পত্নী। আরও জানি আপনি আমার মাতা, এবং পূর্ব্বে যাহা ছিলেন তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন।"

রাণী এবার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন; কহিলেন, "কি! তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার সহিত সমান উত্তর করিয়া কথা কও! আমি রাজাকে ডাকাইয়া আনিতেছি, তোমার পাগলামি এখনি ঘুচাইয়া দিবেন।" রাণী ক্রোধভরে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু হ্যাম্‌লেট্ তাঁহার পথ আগুলিয়া তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। তীব্রস্বরে বলিলেন, "মা, পাগল আমি নয়—আপনি, নহিলে আমার কথায় এতক্ষণ আপনার চৈতন্য হইত।"

হ্যাম্‌লেটের রাগান্বিত ঘূর্ণায়মান চক্ষু দেখিয়া রাণী কিঞ্চিত ভীত হইয়াছিলেন। পুত্রের মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই—যদি আঘাত করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাণীর সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া গবাক্ষের বাহির হইতে তেমনি চীৎকার করিয়া কে কহিল—"কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?"

হ্যাম্‌লেট্ ভাবিলেন, রাজা এতক্ষণ গবাক্ষের বাহিরে পর্দ্দার

পিছনে লুকাইয়াছিলেন। তিনি অমনি কোষ হইতে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া গবাক্ষের বাহিরে সবেগে তরবারির আঘাত করিলেন। আঘাত বিফল হইল না, কারণ আহত ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিয়া সেই দণ্ডে ভূতলশায়ী হইল রাণী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখেন তাঁহাদের বৃদ্ধ মন্ত্রী পোলোনিয়স্ রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছেন। তখনও তাঁহার ক্ষীণ অন্তিম শ্বাস বহিতেছে। তিনি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, "হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ করিলে! মন্ত্রীহত্যা করিলে! হ্যাম্‌লেট ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "আপনি রাজাকে হত্যা করিয়াছেন, আমি না হয় মন্ত্রীকে হত্যা করিলাম। আপনার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ এমন কি করিয়াছি ?"

রাজপুত্রের মুখ ছুটিয়াছিল, এখন বন্ধ করে কার সাধ্য সত্য কথা রূঢ় হইলেও সময় বিশেষে মাতার নিকটও বলিতে হয়। পুত্রের যথাসম্ভব মাতার দোষ না দেখাই কর্ত্তব্য; কিন্তু দোষ যদি গুরুতর হয় তাহা হইলে মাতাও পুত্রের নিকট ভৎ'সিতা হইতে পারেন। এ ভৎ'সনার উদ্দেশ্য তাড়না নহে—সংশোধন। ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্য পরায়ণ হ্যাম্‌লেট্ তাঁহার মাতার সংশোধনের জন্যই তাঁহার গুরুতর অপরাধের কথা মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "মা আপনি

দেবতুল্য আমার পিতাকে ভুলিয়া এত শীঘ্র কেমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে বিবাহ করিলেন? তিনি ত নরহত্যাকারী—পাষণ্ড? একবার ভাবিয়া দেখুন আপনার আচরণে লোকে কত নিন্দা করিতেছে, আমার কিরূপ মাথা হেঁট হইয়াছে। তারপর তাঁহার মৃত পিতার এবং খুড়ার দুইখানি প্রতিকৃতি দুই হস্তে মাতার সম্মুখে ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখুন দেখি আমার পিতার মুখপানে চাহিয়া? দেবতার ন্যায় কেমন সুন্দর সহাস্য বদন? কি প্রশান্ত, বিস্তৃত ললাট? কুঞ্চিতকেশ, উজ্জ্বল হাস্যময় চক্ষু! ইনি আপনার স্বামী ছিলেন। আর এখন যিনি স্বামী হইয়াছেন—তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখুন। কি ক্রুর, দুরাভিসন্ধিভরা ইহার আঁখিদ্বয়? বদ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে অন্তরের গরল যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।"

মুহূর্ত্তের জন্য রাণী পুত্র যেভাবে বুঝাইয়া দিল ঠিক সেই ভাবেই যেন দুইজনের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন। রাজপুত্র তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন, "মাগো, নির্ব্বাচিত পতি আপনার স্বামীহন্তা—কাপুরুষের ন্যায় ষড়যন্ত্র করিয়া রাজমুকুট অপহরণ করিয়াছেন। আপনি অচিরে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করুন।" এই সময় সহসা রাজার প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া রাণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্র সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কি প্রয়োজনে আবার আজ আসিয়াছেন?" প্রেতাত্মা

উত্তর করিলেন, "প্রয়োজন—প্রতিশোধ। তুমি যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, তাই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি।"

রাণী অকস্মাৎ রাজার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়াছিলেন। প্রেত তাহা লক্ষ্য করিয়া রাণীর সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইলেন; এবং যুবরাজ তাহাকে দেখিতে পান এমনভাবে থাকিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। কেহ নাই অথচ হ্যাম্‌লেট্‌ কাহার সহিত কথা কহিতেছেন স্থির করিতে না পারিয়া রাণী সবিস্ময়ে কহিলেন, "তোমার মস্তিষ্ক বিকার এখনও যায় নাই। মানুষ নাই, তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ ?"

রাজপুত্র ঘৃণায় উত্তর করিলেন "আমার মস্তিষ্ক বিকার বলিয়া আপনি আর নিজের পাপ ঢাকা দিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনার পাপেই বাবা আজও মর্ত্তভূমে প্রেতরূপে বিচরণ করিতেছেন। তিনি আসিয়াছিলেন আপনিত সচক্ষে দেখিয়াছেন, তবে কেন পাগল বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিতেছেন ?" বলিতে বলিতে রাজপুত্রের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মা, যদি সত্যই আপনি আমার মা হন, তাহা হইলে আমার পিতাকে বিস্মৃত না হইয়া এই দণ্ডে তাঁহার প্রাণহন্তার সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। কি করিবেন এখনও বলুন, নহিলে আপনার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই

জানিবেন।” পুত্রের ভৎর্সনা বাক্যে মাতার চৈতন্য হইয়াছিল; তখন অনুশোচনার তীব্র জ্বালা তাঁহার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ হইল। তিনি পুত্রের কথাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ক্রোধের আতিশয্যে হ্যাম্‌লেট কাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা চাহিয়াও দেখেন নাই। এখন বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে তিনি সত্যই তাঁহার প্রাণপ্রিয় ওফিলিয়ার পিতা পোলো-নিয়স্‌কে হত্যা করিয়াছেন। তখন মৃতদেহের পানে চাহিয়া, ‘হায় কি করিলাম’ বলিয়া অনুতাপে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পোলোনিসের মৃত্যু সংবাদ রাজার নিকট পৌঁছিল। হ্যাম্‌লেট কর্ত্তৃক ঐ বৃদ্ধ মন্ত্রীর হত্যা সংসাধিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন, এমন সুযোগ আর হইবে না। আমি এই গুরুতর অপরাধের জন্য অনায়াসে এখন উহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিব। সম্ভব হইলে, তিনি যুবরাজের প্রাণদণ্ড করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না, কিন্তু তাঁহার একান্ত ভক্ত প্রজাবর্গের ভয়ে তাহা করিতে সাহস করিলেন না। আরও এক কথা—রাণীর অন্য দোষ যতই থাকুক, তাঁহার পুত্রস্নেহের হীনতা ছিল না। রাজা পুত্রের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে

তাঁহাকে রাণীর অপ্রিয় হইতে হইবে এভয়ও এক অন্তরায় হইল। এই সকল চিন্তা করিয়া ধূর্ত্ত রাজা দুইজন পারিসদ্ সহ এক পত্র দিয়া হ্যাম্‌লেট্‌কে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে তথাকার ইংরাজ রাজাকে লিখিলেন যে হ্যাম্‌লেট্ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবা-মাত্র তাহাকে যেন হত্যা করা হয়। ইংরাজরাজ্য তখন ডেন্-মার্কের অধীন ছিল, সেজন্য ডেন্‌মার্কের রাজা ক্লডিয়সের হুকুম তামিল করিতে বাধ্য। রাণীকে বলিলেন, "এখানে থাকিলে হ্যাম্‌লেট্ নিঃসন্দেহ আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবে, তাই তাহাকে কিছুকালের জন্য দূরদেশে পাঠাইয়া দিলাম।"

রাজপুত্র জাহাজে রওনা হওয়ার পর তাঁহার বিরুদ্ধে কোন গুপ্ত দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া ঐ পারিসদ্‌দ্বয়ের নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রে গোপনে পত্রখানি হস্তগত করিল। পত্র পাঠ করিয়া তখন নিজের নাম মুছিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ দুইজন পারিসদের নাম লিখিয়া দিলেন। তাহার পর পত্রখানি যেখানে যেমন ছিল সেইখানে তেমনি রাখিয়া দিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ মধ্যপথে জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। বোম্বেটিয়াদিগের সহিত নাবিকদিগের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। হ্যাম্‌লেট্ আপন বীরত্ব দেখাইবার জন্য একাকী অসি হস্তে শত্রুর জাহাজে আরোহণ করিলেন। বোম্বেটিয়াগণ রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই অবসরে জাহাজ নক্ষত্রবেগে

ছুটিয়া পলাইল। পারিসদ্‌দ্বয় হ্যাম্‌লেট্‌কে পরিত্যাগ করিয়াই তাহাদের গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজপুত্র ভাবিলেন, "ভালই হইল। তোমরা যেমন আমার প্রাণবধের জন্য আমাকে লইয়া আসিয়াছিলে, তেমনি নিজেরাই মরিতে যাও।"

জলদস্যুগণ হ্যাম্‌লেটের অসীম সাহস ও যুদ্ধ কৌশলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পরিচয় শুনিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে তাহাদের অস্ত্র ত্যাগ করিল। তখন মনে মনে এইরূপ স্থির করিল, ইনি রাজপুত্র, ইঁহাকে যদি আমরা ডেন্‌-মার্কের নিকটবর্ত্তী কোন বন্দরে নামাইয়া দিই, তাহা হইলে রাজসরকার হইতে হয় ত আমাদের কৃতোপকারের উপযুক্ত পুরস্কার পাইতে পারি।

দস্যুরা রাজপুত্রকে ডেন্‌মার্কে পেঁছিয়া দিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি রাজাকে বিস্তারিত বিবরণ সহ এক পত্র লিখিলেন—অদ্ভুত দৈবচক্রে তাঁহাকে পুনরায় দেশে ফিরিতে হইল।

পরদিন গৃহে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তমা ওফিলিয়ার মৃত্যু হইয়াছে, আত্মীয়েরা তাহার সৎকারের আয়োজন করিতে-ছেন। পিতার অপঘাত মৃত্যুতে ওফিলিয়া পাগলের মত হইয়া

গিয়াছিল। তাহার পিতার মরণ যে ঐরূপে তাহারই প্রেমাস্পদের দ্বারা সংঘটিত হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। ওফিলিয়া সমবয়স্কের নিকট কখনও পিতার শোকে কাঁদিয়া, কখনও হ্যাম্‌লেটের কথা কহিয়া ক্রমে উন্মাদের ন্যায় হইয়া যায়। একদিন কতকগুলি বনফুল ও লতাপাতার মালা গাঁথিয়া ওফিলিয়া একটা নদীর ধারে গিয়াছিল। তথায় একটি ছোট গাছের ডাল বিস্তৃত হইয়া নদীর উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ওফিলিয়া উন্মাদিনী; তাহার ইচ্ছা হইল ঐ ডালের উপর তাহার মালাটি ঝুলাইয়া দেয়। তাই সে যেমন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ঐ সরু ডালটি ধরিল, অমনি দেহের ভারে ডাল ভাঙ্গিয়া সে নদীর জলে পড়িয়া গেল। সে স্থানটি আঘাটা, জল অত্যন্ত গভীর। পড়িয়া কিছুক্ষণ হাবুডুবু খাইয়া সে একেবারে ডুবিয়া গেল। সে সময়ে তথায় কেহ ছিল না, কেহ দেখিতেও পাইল না। সে ডুবিয়া মরিল।

ওফিলিয়ার ভ্রাতা লিয়র্টিস্ ভগ্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে আসিয়াছিল। রাজা, রাণী এবং রাজসভাস্থ সকলেই তাহার কবরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। হ্যাম্‌লেট্ আসিয়া এ সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু ব্যাপার ভাল বুঝিতে পারিলেন না—গোপনে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। কবরটি মৃত্তিকাপূর্ণ হইবে এমন সময় রাণী এক অঞ্জলি সুগন্ধি পুষ্প লইয়া কবর মধ্যে ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "ওফিলিয়া! বড় সাধ ছিল আমার হ্যাম্‌লেটের সহিত তোমার বিবাহ দিব—ফুলশয্যার দিন সহস্তে তোমার শয্যা ফুল দিয়া রচিয়া দিব। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় সকলই বিপরীত হইল—মরণে তোমার ফুলশয্যা হইল।" রাণী আর বলিতে পারিলেন না, শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ওফিলিয়ার ভ্রাতাও শোকে উন্মত্ত হইয়াছিল। ভগ্নীর শোকে ভ্রাতা এমন করে হ্যাম্‌লেট্‌ তাহা এই প্রথম দেখিলেন। দেখিলেন, যে ভ্রাতা ভগ্নীর কবরে ঝম্ফ প্রদান করিলেন এবং খনকদিগকে আদেশ করিলেন, "আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভগ্নী হারা হইয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না; উহার সঙ্গে আমাকেও জীবন্ত কবর দাও।" ব্যাপার দেখিয়া হ্যাম্‌লেট্‌ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন ওফিলিয়ার প্রতি ভালবাসা তাঁহার শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ওফিলিয়ার ভ্রাতা ওফিলিয়াকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তাই ছুটিয়া আসিয়া তিনিও সর্ব্বসমক্ষে ওফিলিয়ার কবর মধ্যে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। উন্মত্ততা ও শোকের আবেগে হ্যাম্‌লেট্‌ লিয়র্টিসের মত—এমন কি তদপেক্ষা অধিক—আত্মহারা হইয়াছিলেন। লিয়র্টিস্‌ দেখিয়াই চিনিল তাহার পিতৃহন্তা এবং ভগ্নীর অকাল মৃত্যুর কারণ সেই পাষণ্ড—হ্যাম্‌লেট। তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া সে কালশত্রু হ্যাম্‌লেটের

গলা টিপিয়া ধরিল। হাতাহাতি হইতে হইতে পাছে খুনোখুনি হইয়া পড়ে এই ভয়ে প্রহরীগণ তাহাদের পৃথক্ করিয়া দিল। কবর মৃত্তিকাপূর্ণ এবং যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে হ্যাম্‌লেট লিয়র্টিসের নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিল, "ওফিলিয়ার মৃত্যুতে শোক সংবরণ করিতে না পারিয়াই আমি কবরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তখন আমার কোন বিচার বুদ্ধিই ছিল না।" লিয়র্টিস্ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, এবং অতঃপর উভয়ের মধ্যে মিত্রতা সংস্থাপিত হইল।

হ্যাম্‌লেটের দুষ্ট খুল্লতাত তখনও ভ্রাতুষ্পুত্রের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। হ্যাম্‌লেটের সহিত লিয়র্টিসের বন্ধুতা হইল দেখিয়া তিনি গোপনে লিয়র্টিস্‌কে মন্ত্রণা দিয়া হ্যাম্‌লেট্‌কে আপোষে তরবারির দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করিতে বলিলেন। লিয়র্টিস্ হ্যাম্‌লেটের নিকট তাহার মনোভিলাষ জানাইলে সরল-স্বভাব হ্যাম্‌লেট হৃষ্ট অন্তঃকরণে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। একটা দিন নির্দ্ধারিত হইল। ঐ দ্বৈত যুদ্ধের জয়-পরাজয় দেখিবার জন্য রাজসভাস্থ সকলে ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইলেন। লিয়র্টিস্ রাজার পরামর্শে তরবারির অগ্রভাগে বিষ মাখাইয়া রাখিয়াছিল। সকলেই জানিত তরবারি ক্রীড়ায় উভয়েই তুল্য মূল্য।

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। লিয়র্টিস্ প্রথমে ভাল করিয়া খেলিল